www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সেদিন রেড রোডে
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ – ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ ঃ ২৮ মে – ৩ জুন, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 31, 28 May - 3 June, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মাথায় হাত সিভিক পুলিশ কর্মীদের। প্রথমবার সরকারে

এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগ করেছিলেন এদের। কয়েক হাজার পরিবার পেয়েছিল বাঁচার রসদ। অনিয়মের কারণে ২০ হাজার সিভিক পুলিশের নিয়োগ বাতিল করে দিল হাইকোর্ট।

রবিবার: ফেডারেশন কাপ জিতে ভারতসেরা হল মোহনবাগান।

কলকাতা ফুটবলের রঙচটা ছবিটায় ফের লাগল উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ। আশায় বুক বাঁধছেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা।

সোমবার: পাহাড়ের ডাকে এভারেস্ট চূড়ার দিকে ছুটে যাওয়া

অভিযান প্রিয় জয়ী বাঙালির জন্য ধেয়ে এল একের পর এক দুঃসংবাদ। ওরা আর নেই। উদ্ধারের তৎপরতা চলছে। কিন্তু ততক্ষণে বোধহয় সব শেষ।

মঙ্গলবার: ভোটের পর সন্ত্রাস-হিংসা ঠেকাতে রাজ্যপালের চিঠি দিলেন রাজ্য সরকারকে। নির্দেশ

দিলেন অবিলম্বে শান্তি ফেরাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে প্রথমে চাই সব রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা।

বুধবার: অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে শেষবারের মতো

রাজ্যভিত্তিক জয়েন্টের মাধ্যমে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা। এবার তৈরি হতে হবে সারা দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য।

বৃহস্পতিবার: পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদী হামলার ঘটনা আপাতত না ঘটলেও আতঙ্ক যে আদৌ

নির্মূল হয়নি তা বোঝালো গয়া। মাওদের গুলিতে প্রাণ হারালেন লোক জনশক্তি পার্টির নেতা সুরেশ পাসওয়ান ও তার সহোদর সুনীল পাসওয়ান।

শুক্রবার: প্রতীক্ষার শেষ। রেড রোডে আম জনতার উপস্থিতিতে

দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ নেবেন বাংলার দিদি তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গণবন্টন ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে

ডায়মন্ড হারবার মহকুমা

নির্মল গোস্বামী

খবরে প্রকাশ যে গত ৭ মার্চ তারিখে ডায়মন্ড হারবার মহকুমার রামনগর থানার অন্তর্গত কড়াইবেড়ে গ্রামের রেশন ডিলারের উপর ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী দোকান ভাঙচুর করে। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকদের মাল না দিয়ে চুরি করে বাইরে বিক্রি করত ডিলার সুকুমার কপাট। তাই গ্রামবাসীরা দোকান ভাঙচুর করে। এবং এই ভাঙচুরের খবর মাঝে মাঝে টিভিতে লাইভ সম্প্রচার হয়। মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ। এটা কি সম্ভব। তারপর দিন সংবাদপত্রের পাতায় খবর বের হয়। সকলেই সুকুমারবাবুকে চোর ধরে নিয়েছে। কেউ আর ডিলারের বক্তব্য ছাপার প্রয়োজন মনে করে না। তাই জনরোষ স্বতঃস্ফূর্ত না পরিকল্পিত তারই খোঁজে গত ১২ তারিখে ১১টার সময় কড়াইবেড়ে গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম। প্রেসের গাড়ি প্রচুর মানুষজন জড় হল। গ্রামের মিষ্টু পাত্র, ত্রিদিব পাত্ররা বলল যে রেশন ডিলারের কোনও দোষ নেই।

প্রথমেই জানাই যে রেশন ব্যবস্থাকে তদারকি করার জন্য মোট চারটি কমিটি আছে। একেবারে গ্রামের স্তরে আছে গ্রাম কমিটি। এই কমিটি সভাপতি হল গ্রামসভার নির্বাচিত সদস্য। ফলে রেশন ডিলারের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে তা গ্রামসভার সদস্যকে জানাতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেক রেশন দোকানের সাইন বোর্ডের উপর একটি 'টোল ফ্রি' নম্বর দেওয়া আছে। যে কোনও অভিযোগে এই নম্বরে ফোন করে জানানো যায়।

উল্লেখ থাকে যে ডিলার সুকুমার কপাটের বিরুদ্ধে এর আগে কোনও রূপ অভিযোগ কোথাও কেউ জানায়নি। এর থেকে বোঝা যায় যে গ্রহণযোগ্য কোনও অভিযোগ ছিল না তাই জানায়নি। সরাসরি ভাঙচুর করেছে মানে এটা পরিকল্পিত।

তবুও একটা অভিযোগকে তারা খাড়া করেছিল। সেই অভিযোগটাকে জানতে হলে বর্তমান রেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে পাঁচ রকমের রেশন কার্ড আছে। NFSA আন্ডারে তিন রকমের কার্ড আছে। AAY (অন্তঃদ্যয় যোজনা) এই কার্ডে একটি পরিবার মাসে ৩৫ কেজি চাল গম পাবে ২ টাকা কিলো দরে। পরিবারের কর্তার নামে এই কার্ড হয়। অন্য কোনও কার্ডে এই পরিবারের সদস্যরা আর মাল পাবে না। এই ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটির অধীনে আগে দুই প্রকারের কার্ড হল SPHH, PHH এই কার্ডে পরিবারের প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে ৭৫০ গম ও ৫০০ করে চাল পাবে দু টাকা কিলো দরে। একশ্রেণির কার্ডে চিনি পাবে অন্য শ্রেণি চিনি পাবে না। এবার আসি RKSY (1), (2) রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা। ১ নম্বর কার্ডে ৭৫০ চাল ৫০০ গম ২ টাকা কিলো দরে সপ্তাহে প্রত্যেক সদস্য পাবে। আর (২) নং কার্ডে মাথাপিছু সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম চাল ১২ টাকা কিলো দরে ও ২৫০ গ্রাম গম ৯ টাকা কিলো দরে পাবে। এছাড়াও যারা ডিজিটাল কার্ড পায়নি তারা কার্ড পাবার জন্য ৩ ও ৪ নং ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিয়েছে তাদেরও ১নং কার্ড অনুযায়ী মাল দেবার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দেয়। (তবে এটা তিনমাসের জন্য, পরে কেউ পাবে না।)

ঝাঁটার কাঠি বিক্রিওয়ালাও বিক্রি করে পাড়া থেকে সংগৃহীত ২ টাকা কেজি রেশনের চাল-গম। -নিজস্ব চিত্র

ডিলার সুকুমার কপাটের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে উক্ত গ্রামের আঙুরবালা ভৌমিকের নামে একটি কার্ড আছে। প্রথম মাসে ওই কার্ডে ৩৫ কেজি মাল নিয়ে যায়। পরে তার স্বামী অজিত ভৌমিক ৪ নম্বর ফর্ম ফিলাপ করা কার্ড নিয়ে ৭৫০ চাল ও ৫০০ গ্রাম গম নেয়। যদিও এই কার্ডটি ভুলভাবে ইস্যু হয়েছে। স্বামী পরিবারের কর্তা, তার নামে AAY কার্ডটি ইস্যু হওয়ার কথা আইনত। আবার একজনের AAY কার্ড থাকলে পরিবারের অন্য কেউ অন্য কার্ডে মাল পেতে পারে না। সুকুমারবাবু তবু মাল দেয়। যাইহোক অজিত ভৌমিক ওই কার্ড নিয়ে ৩৫ কেজি মাল চায়। ডিলার বলে AAY কার্ড না হলেও তার খামটা নিয়ে এসো সেখানে সই করার জায়গা আছে সই করে মাল দেবো। কিন্তু তারা ওই কার্ড নিয়ে আর আসে না।

গত ৬ মে তারিখে বিকালে অজিত ভৌমিকের জামাই ভীষ্মদেব মাইতি এসে কেন AAY কার্ডে মাল দেওয়া হচ্ছে না তা জানতে চাইলে ডিলার বলে কাল সকালে কার্ড নিয়ে এসো মাল দেব। কিন্তু সকাল ১০টা নাগাদ ২০/৩০ জন মস্তান জাতীয় লোক সঙ্গে এসে ভাঙচুর করতে আরম্ভ করে। ডিলারকে মারার জন্য বাইরে বের হতে বলে। ডিলার ঘরের ভিতর ঢুকে আত্মরক্ষা করে। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ভাঙচুর চলে। পরে ডিলার থানায় ফোন করলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে। আঙুর ভৌমিক ছাড়া আরও ৪০টা AAY কার্ড আছে। তারা প্রত্যেকে মাসের মাল তুলে নিয়ে যাচ্ছে কারও কোন অভিযোগ নেই। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে অজিত ভৌমিকের বাড়ি দেখা করতে যাই। তিনি ৭০-৭৫ বছরের অশক্ত বৃদ্ধ। প্লাস্টিকের ঘরে বাস করছে। মাল পাচ্ছে না এই অভিযোগ আগে কোথাও জানায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফেরিঘাটগুলোতে নেই নজরদারি, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মে কালনায় ভয়াবহ নৌকাডুবির দগদগে ক্ষত এখনও শুকায়নি। কিন্তু সেই মর্মান্তিক ঘটনাতেও টনক নড়েনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফেরিঘাট গুলির মাঝিমাল্লাদের। সরকারি তরফেও কোনও নজরদারি নেই। দক্ষিণ শহরতলির বজবজ থেকে ফলতা পর্যন্ত হুগলি নদীতে যে জেটিঘাটগুলো আছে সেখানে ভুটভুটিতে যাত্রী পারাপার হচ্ছে কোনও নিয়মশৃঙ্খলা না মেনেই। কালীবাড়ি ঘাট, ঝাউতলা ঘাট, পূজালি, বিড়লাপুর, তিনফটক, রায়পুর, নলদাঁড়ি, কাঁটাখালি ফেরিঘাট থেকে হাওড়া জেলার নানা জায়গায় ভুটভুটি চলাচল করে। ভুটভুটিতে মানুষের সঙ্গে গবাদি পশু, সাইকেল, বাইক সবই পারাপার হয়। যতক্ষণ না ভুটভুটি উপচে মানুষজন ভর্তি হচ্ছে ততক্ষণ ফেরি ছাড়া হয় না। কোনও নির্দিষ্ট যাত্রী সংখ্যার পরিমাপক নেই। তার ওপর যে ভুটভুটিগুলি চলাচল করে, তার গুণগত মান পরীক্ষারও কোনও ব্যবস্থা নেই। বর্ষাকালে ফেরিঘাটগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে, কারণ অধিকাংশ ঘাটগুলোতে কোনও যাত্রী শেড নেই। মাঝ নদীতে কোনও বিপর্যয় ঘটলে, যাত্রীদের উদ্ধারের কোনও আগাম ব্যবস্থাও নেই। সুন্দরবন এলাকার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং সাগর, পাথরপ্রতিমাতে অবস্থা আরও ভয়াবহ। কারণ কোনও বৈধ রুট পারমিট না থাকা সত্ত্বেও অনেক জায়গায় ভুটভুটি চলাচল করছে। সাগরের চেমাগুড়ি থেকে নামখানায় একটা বড় ভুটভুটি চলাচল করে। এই প্রতিবেদকের তাতে নামখানায় আসার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, ঠাসাঠাসি ভিড়ে যে ভাবে ভুটভুটি হেলতে দুলতে এসেছিল তা কোনও দিন ভুলব না। যাত্রীদের কোনও বিপর্যয় হলে তাদের কোনও রকম উদ্ধারের বিষয় নজরে আসেনি।

সরকারি ভাবে জেলার ফেরিঘাট গুলোতে যদি নজরদারি চালানো না হয়, তাহলে যে কোনও সময় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ এই প্রসঙ্গে বলেন, খুব শীঘ্রই জেলা স্তরে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। উল্লেখ্য সাধারণ মানুষ থেকে পণ্য পরিবহনে স্থলপথের পাশাপাশি জলপথের ভূমিকাও অপরিসীম। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং আরও কটি নদী লাগোয়া জেলায় জলপথ যাত্রার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্থলপথের চাপ কমাতে জলপথ পরিবহনের ওপর বাড়তি জোর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। সেইমতো কাজও শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই দিকটা কিছুটা থিতিয়ে যায়। তবে এবার যেভাবে জনগণের নিরঙ্কুশ জনাদেশ নিয়ে মা-মাটি-মানুষের সরকার দ্বিতীয় বারের জন্য বাংলার গদিতে আসীন হয়েছে তাতে আশা করা যায় আগামী দিনে জলপথের এইসব সমস্যা দূর করায় তারা অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

জনগণের দরবারে বাংলার দায়িত্বে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুনাল মালিক

দ্বিতীয় বারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ মে ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ১২:৪৫ মিনিটে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ পাঠ করান। একই সঙ্গে ৪২ জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। কলকাতার রেড রোডে তখন হাজার হাজার মানুষ উৎসবে মুখর। ভিভিআইপি আসনে নীতীশকুমার, অখিলেশ সিং যাদব, লালুপ্রসাদ, অরবিন্দ কেজরীওয়াল, অরুণ জেটলি, বাবুল সুপ্রিয়, ফারুক আবদুল্লা, কানিমাঝি, সুভাষচন্দ্র, মুকেশ আম্বানী, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কে নেই। চাঁদের হাট মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ ঘিরে, তারপর নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তাঁকে গার্ড অব অনার দেয় কলকাতা পুলিশ। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী হিসাবে লড়াই করে বাংলার মসনদে বসেছিলেন, জোট ছিল কংগ্রেস ও এসইউসিআইয়ের সঙ্গে। কিন্তু এবার তিনি শাসক দল হিসাবে একক লড়াই করে ২১১টি আসনে ঐতিহাসিক জয় পান। পূর্বে কোনও সরকারি দল এত আসন নিয়ে সরকারে আসেনি। তাছাড়া এবারের নির্বাচন ছিল সবদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। কারণ নির্বাচন কমিশনের বজ্রআটুনি, কংগ্রেস-সিপিএম জোটের লাগাতার বিরুদ্ধাচরণ, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রীদের আক্রমণ, এক শ্রেণির সংবাদ মাধ্যমের মমতা সরকারের খারাপ দিকগুলো নিয়ে লাগাতার প্রচার।

এরপর ছয়ের পাতায়

ছবি: পি আই বি

মন্ত্রী হলেন কারা : ছয়ের পাতায়

অফিস নয় নিতে হবে মনের দখল

ওঁকার মিত্র

মানব সভ্যতার এ এক অন্ধকার দিক। নিরঙ্কুশ জয় মানুষের পাশবিক চরিত্রকে মুহূর্তের মধ্যে উন্মোচিত করে। জন্ম দেয় বহু কুকর্মের। আজ নয় শাসকদের মধ্যে এই ধারা প্রাচীন যুগ থেকে চলছে। এর পাশাপাশি আবার আধ্যাত্মিক, দার্শনিক মনীষীরা বলে গিয়েছেন কিভাবে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মধ্যেও নিজের মনকে, স্নায়ুকে সংযত রাখতে হবে। অবশ্য মানুষের পাশবিক সত্ত্বা প্রায়শই এ পথ ভুলে যায়।

বহুদিন পর ২০১১ সালে মনীষীদের পথেই চলতে দেখা গিয়েছিল বাংলার কন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরিবর্তনের ঢেউতে চড়ে আকাঙ্খিত সাফল্যে শাসকে পরিণত হয়েও দলের নেতা-কর্মীদের পাশবিক চরিত্রকে বিকশিত হতে দেন নি। 'বদলা নয়, বদল চাই' ভোকাল টনিকে সকলকে সংযত রেখে তিনি বুঝিয়ে ছিলেন তিনি গড়পড়তা শাসকের তালিকায় পড়েন না। এমনকি কর্মীদের প্রশিক্ষণও দিয়েছেন কিভাবে ভালোবাসার রাজনীতি করতে হয়; কিভাবে মানুষের আশীর্বাদ পেতে হয়। এবার ২০১৬ সালে যে আরও বড় সাফল্য এল এটা গত বারের এসব কর্মসূচিরই ফল।

কিন্তু এবার কি হল? মমতার শাসক সত্ত্বা কি গড়পড়তায় নেমে এল? প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন তাঁর কর্মীরাই। চারিদিক থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা নাকি বিরোধীদের পার্টি অফিস, কার্যালয় জোর করে দখল করে নিচ্ছে। এমনকি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকের বিডিও অফিসের পাশে অবস্থিত বামপন্থী কর্মী সংগঠনের অফিস পর্যন্ত বাদ যায়নি দখলের আওতা থেকে। কয়েকদিনে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছে গেল যে বিরোধীরা মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও ফের জোট বাঁধার শক্তি অর্জন করল, রাজ্যপালকে উষ্মা প্রকাশ করতে হল। এই প্রতিবেদকের মনে হয় এবার এব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খামতি থেকে গিয়েছে। এবার তিনি গতবারের মত শান্তি বজায় রাখার পরিষ্কার কোনও বার্তা কর্মীদের পৌঁছে দিতে পারেন নি।

এটা হতে পারে কয়েক মাস ধরে বিরোধীদের কুৎসা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কর্মীদের মধ্যে জমে ওঠা ক্ষোভ 'রিলিজ' করে দলের সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে মমতা কিছুটা হাল্কা করতে চেয়েছেন। যদি তাই হয় তাহলে বলব এ পথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ নয়। এ পথে হাঁটলে তিনি আর দশটা নেতানেত্রীদের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন। যত ক্ষোভই থাকুক না কেন কর্মীদের শিক্ষা দিতে হবে অফিস দখল করল পাল্টা দখলের রাজনীতি শুরু হবে। বরং নিজেদের আচরণ, কার্যকলাপের দ্বারা বিরোধীদের মন দখল করতে হবে। বিরোধীদের নিজেদের দিকে টানতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে এলাকায় যারা এখনও সমর্থন করছে না তার কারণ কি? কোথায় খামতি হচ্ছে। এই অনুশীলন চলতে থাকলে অচিরেই বিরোধীদের কার্যালয়গুলিতেও নিজেদের দখল কায়েম হবে। এই রাজনীতিকে বাংলার রাজনীতিতে পরিণত করতে পুরনো নতুন সব কর্মীদের লাগাতার প্রশিক্ষণ চাই। বাংলা এখন এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কোন দিকে অবশেষে মোড় নেয় বছর খানেকের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রেজাল্ট মরসুম শেষের মুখে

উন্নয়ন জেতায় দলকে, মুনাফা বৃদ্ধিতে বাড়ে শেয়ারের দাম

শুদ্ধাশিস গুহ

রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ম্যাসিভ রেজাল্ট যেমন অনেককে অবাক করে তুলেছে তেমনই মাঝে মধ্যে একেকটি শেয়ারের দাম যেভাবে বাড়ে তাতে চমকৃত হয়ে ওঠেন বিশেষজ্ঞরা। নির্বাচনে ভালো ফল করার নেপথ্যে যেমন উন্নয়নমুখী কাজের গুরুত্ব তেমনই কোনও কোম্পানি দামের নিরিখে অনেকটাই বাড়তে পারে যদি লাভের অঙ্ক ক্রমাগত হারে বাড়তে থাকে। আবার এই রাজ্যে জোটকে যেমন মানুষ গ্রহণ করতে পারেনি তার অনিশ্চয়তার জন্য, ঠিক একইভাবে কোনও কোম্পানি সম্পর্কে যদি মানুষের মনে প্রশ্ন থাকে তবে তার দাম বাড়তে পারে না, পতনের মুখেও ধাবিত হয়।

এখন দেখে নেওয়া যাক, কোনও শেয়ারের দাম কেনই বা বাড়ে আবার পতনের মুখে যায়। এর প্রেক্ষাপট বিচার করতে গেলে অনেক গভীরে যেতে হবে। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কোনও একটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক পালাবদল থেকে আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোনও কাণ্ড। এর জেরে বিস্তর প্রভাব পড়ে শেয়ার বাজারে। কখনও দেখা যায় কোনও একটি ব্যাঙ্কিং শেয়ার সম্পর্কে গুজব বা নেতিবাচক খবর ছড়িয়ে পড়লে আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের শেয়ারও হু হু করে পড়তে শুরু করে। একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য সেক্টর সম্পর্কেও। বিশদে বলতে গেলে দেখা যায়, যদি সরকার কোনও একটি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকেন, তখন ওই সেক্টর সংক্রান্ত প্রতিটি শেয়ারের দামেই উত্থান লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে কোনও একটি ক্ষেত্রে যদি সরকার বিরূপ কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রভাবে ওই সংক্রান্ত সব শেয়ারের দাম রসাতলে তলিয়ে যায়।

ধরা যাক, এবছর ভালো বৃষ্টি হল না দেশে। তা হলে দেখা যায় এমতাবস্থায় কৃষি সংক্রান্ত যেসব শেয়ার বাজারে লিস্টেড রয়েছে তাদের দামে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে। কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের দামেও তখন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। আবার যদি কোনও বছর দেশে শিল্পোৎপাদন খুব ভালো রকম হয় তাহলে আবার পুরো বাজারেই ইতিবাচক ছবি উপস্থাপিত হয়। এখন

যেহেতু আমরা একটা বিশ্বায়নের দুনিয়ায় বসবাস করি সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইরাকে বা আফ্রিকায় কোনও খারাপ ঘটনা বা বিস্ফোরণ ঘটলে ভারতের কিংবা অন্য দেশের শেয়ার বাজারেও ঝটকা নেমে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি ইজরায়েল যেভাবে গাঁজায় দখলকারী প্যালেস্টাইনদের হঠাতে হিংস্র ভূমিকা নিয়ে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে সেদিকেও কিন্তু কড়া নজর রয়েছে পুরো বিশ্বের শেয়ার বাজারের। একইভাবে সাদ্দাম হোসেনের আমলে অস্থির ইরাক, তাদের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোড়া টাওয়ারে সন্ত্রাসবাদী হামলা, ভারতের মুম্বইতে তাজ হোটেলে জঙ্গী আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার প্রভাবে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছে শেয়ার বিশ্ব। ভারতেও বহুবার সন্ত্রাসবাদী হামলার পর শেয়ার বাজারে রীতিমতো ধস নামতে গিয়েছে। শেয়ার বাজারের ভাষায় 'সেলিং ফ্রিজ' মেরেছে তা। কখনও কখনও তা আবার এতটাই খারাপ জায়গায় গিয়েছে যে, একবার 'সেলিং ফ্রিজ' মারার অব্যবহিত পরে আবারও একইভাবে বন্ধ হয়েছে বাজার। বহুবার এই ধরনের খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার। যাকে বিশেষজ্ঞরা বাজারের পতন বলে অভিহিত করে থাকেন। এই তো কিছু দিন আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি বিশ্বজোড়া 'রিসেশন' বা আর্থিক মন্দা। মার্কিন মুলুকে ব্যাঙ্ক ভরাডুবির ঘটনায় নড়ে গিয়েছিল পুরো বিশ্বের অর্থনীতি। এখনও যার কুপ্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি অর্থনৈতিক দুনিয়া। তবে এটা ঠিক আগের থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর উদাহরণ হিসেবে এখনকার বাজারে ন্যাসড্যাক-ডাও জোন্স কিংবা ভারতের নিফটি-সেনসেক্সের দিকে চোখ মেললেই বোঝা যাবে।

ভারতীয় বাজার ব্যাপক পতনের পর এখন যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে দশ হাজারি হয়েউঠতেই পারে নিফটি। তবে এই মুহূর্তে বাজারে কেনাকাটা করার আগে সতর্কতা আবশ্যিক। এ সময় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই ভুল-ভাল শেয়ার কিনে বসেন। এমন করলে কিন্তু কপালে দুঃখ রয়েছে। এই মত পোষণ করেন এই বাজার সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকা মানুষরা। এই ভালো সময়ই মানুষ খারাপ শেয়ার কিনে আটকে যেতে পারেন। যার জেরে ভবিষ্যতে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। শেয়ার বাড়ার কারণ হিসেবে অনেক উপাদানই সামনে আসে। তার মধ্যে এবারের মোদি সরকারের ব্যাপক জয় নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে ২০০৯ সালে কেন্দ্রে যখন দ্বিতীয়বারের জন্য মনমোহন সিংয়ের সরকার ইউপিএ-২ গঠন করেন তখন কিন্তু ভারতীয় বাজার এক দিনে সর্বাধিক পরিমাণ উচ্চতায় উঠেছিল। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। সেদিন ভারতীয় বাজার এক লাফে প্রায় হাজার পয়েন্টের বেশি বেড়ে গিয়েছিল। শেয়ার বাজারের ভাষায় বলতে গেলে ওই দিন 'ডবল বাইং ফ্রিজ' মেরেছিল নিফটি এবং সেনসেক্স। এবারের উত্থানের থেকেও সেই উন্নতির পারদ আরও চড়া ছিল। এখন অবশ্য বাজারে বেশ সুদিন। অন্তত সাদা চোখে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাবধানবাণী শুনিয়ে রাখছেন যে, আবেগে ভেসে লগ্নীকারী যেন নিজেকে খারাপ অবস্থায় নিয়ে না যায়। অতীতেও বহুবার দেখা গিয়েছে এই ধরনের ভালো সময় মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। এমন কী ভালো দাম পেয়েও হাতের শেয়ার যারা এখন বিক্রি করছেন না তাদের ভেবে দেখা উচিত। কখন আবার কোনও ঝড় উঠলে বাজারে পতন দেখা যেতেই পারে। একইভাবে বাজারের খুব খারাপ সময় হুট-হাট করে হাতের ভালো শেয়ার বিক্রি করাটাও ভুল। বরং অপেক্ষা করা উচিত সুদিন আসার জন্য। তবেই ঘুরে যেতে পারে লগ্নীকারীর ভাগ্য।

সবকিছু যখন ভালো থাকে তখন আবার কুডাকও মাঝেমধ্যে মনকে তাড়না দেয়। ঘর পোড়া গরু লগ্নিকারীরা তাই ভরপুর বাজারেও পুরোপুরি খোশ মেজাজে থাকতে পারে না। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ লগ্নিকারীদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ এখানে নড়াচড়া করে। তা নিয়ে চিন্তা তো হবেই। আসলে শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির হালচালও অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। এখানেও সুখ এবং দুঃখের সমান অংশীদারিত্ব আছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার তলাশ করলে খোঁজ মিলবে এমন অনেক মানুষের যারা এই বাজারে অন্ধের মতো ট্রেড করতে গিয়ে অনেক টাকা খুঁইয়েছেন। আবার এমন অনেককেও পাওয়া যাবে যারা ধৈর্য্য রেখে বিনিয়োগ করে লাখপতি, কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন শেয়ার বাজার থেকে। এখানে কিছুটা ভাগ্যের কারসাজিও আছে নিশ্চিতভাবে। তবে এটা একশো শতাংশ ঠিক, ভালো সংস্থার শেয়ার ক্রয় করলে তার থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। যেমন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শেয়ার কাউকে খুব একটা ঠকায় না বলেই মনে হয়। এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। একটি সংস্থা যারা দেশের তাবড় শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলে চিহ্নিত সেই গ্রুপের দুভাইয়ের শেয়ার ধরে বহু মানুষ ফেঁসে রয়েছেন। তাদের মধ্যে একটির বিদ্যুত সংস্থার আইপিও বা ইনিশিয়াল প্রাইজ অফার নিয়ে কি পরিমাণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় দগদগে রয়ে গিয়েছে।

এদেরই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সংস্থা নিয়েও একটা সময়ে বাজারে অনেক আশাবাদী কথা চালু ছিল যা এখন পুরোপুরি খরচের খাতায় চলে গিয়েছে। এত প্রভাবশালী গ্রুপের অন্য একটি অর্থনৈতিক মাপকাঠির শেয়ার তো ব্যাঙ্ক হচ্ছে বলে বাজার প্রায় ধরেই নিয়েছিল। আর এই গল্পে একসময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এর দাম। এখন সেই শেয়ারগুলি এতটাই কম দামে রয়েছে যাতে ওপরের দামে আটকে যাওয়া ট্রেডাররা বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। এই জায়গা থেকে তাদের কে মুক্তির পথ বাতলাবে সেটাই এখন দেখার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ মে – ৩ জুন, ২০১৬

মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

বৃষ : পতি-পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়-কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দায়িত্বমূলক অথবা, আয় আগের তুলনায় ভাল হবে।

কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর-স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

রাজ্যের ১০৭০ তরুণ-তরুণীকে নার্সিং ট্রেনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের সরকারি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলিতে ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ ট্রেনিংসহ তিন বছরের জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসে।

আসনসংখ্যা ১,০৭০। তরুণীদের জন্য ১,০০০টি, তরুণদের জন্য ৭০টি। তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য ২২ শতাংশ, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৬ শতাংশ, ওবিসি-এ প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশঠ, ওবিসি-বি প্রার্থীদের জন্য ৭ শতাংশ, সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য ২ শতাংশ এবং মহিলা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স প্রার্থীদের জন্য ২.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থীকে অবশ্যই আবদনের দিন পর্যন্ত একটানা ৫ বছরের স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। বাংলা বা নেপালি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বলতে জানতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। ভোকেশনাল বা অ্যাডিশনাল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর গণ্য হবে না।

বয়স : ১-১-২০১৬ তারিখে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

এটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স। থাকার খরচ বাবদ মাসে ১২ টাকা করে দিতে হবে। খাওয়ার খরচ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। একটি বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আবেদন করবেন না। প্রশিক্ষণ শেষে সরকার চাকরি দিতে বাধ্য থাকবে না।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে টাইপ করবেন। পূরণ করবে নিজের হাতে লিখে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪ জুন

রেজিস্টার্ড অথবা স্পিড পোস্ট অথবা ক্যুরিয়ারে দরখাস্ত পৌঁছানো চাই ১৪ জুনের মধ্যে। তরুণীরা নিজেদের জেলার নির্দিষ্ট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে দরখাস্ত পাঠাবেন।

জেলা অনুসারে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ঠিকানা : (ক) দার্জিলিং (দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমা) : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, পোঃ ও জেলা : দার্জিলিং, পিন -৭৩৪১০১। (খ) কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা : দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, পোঃ ও জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১। (গ) উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা : দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতাল, বালুরঘাট, পোস্ট অফিস-বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২৪। (ঘ) মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া : দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, গান্ধি মেমোরিয়াল হসপিটাল, পোঃ কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পিন-৭৪১২৩৪। (ঙ) পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া : দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১। (চ) বীরভূম ও বর্ধমান : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, পোঃ ও জেলা বর্ধমান , পিন-৭১৩১০১। (ছ) পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর : দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর, জেলা হাসপাতাল, পোঃ তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩৬। (জ) হাওড়া ও হুগলি : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, হুগলি জেলা হাসপাতাল, পোঃ চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন-৭১২১০১। (ঝ) উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০৩৩। (ঞ) কলকাতা : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৪।

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় বসবাসকারী অনাথ আশ্রম নিবাসী অরফ্যানেজ কোটায় অন্তর্ভুক্ত মহিলা প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা – ৭০০ ০০৪।

পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনও জেলায় বসবাসকারী মহিলা সিভিল ডিফেন্স কোটায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, ১, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৪।

তরুণরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, পোঃ অশোকনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরনগা, পিন-৭৪৩২২।

কাজের খবর

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। ফটোটি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।
- উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় মার্কশিটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- বয়সের প্রমাণ হিসাবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা আবাসিক প্রমাণপত্র বা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট নেবেন জেলার কোনও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার/স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/স্থানীয় জেলা পরিষদের সভাধিপতি/গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/স্থানীয় বিধায়ক/স্থানীয় সাংসদ/পুরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র/পুর নিগমের কাউন্সিলরের কাছ থেকে। মূল সার্টিফিকেটটিই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছ থেকে নেওয়া সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল এবং সিভিল ডিফেন্স ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসেস কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে নেওয়া ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল। এই সার্টিফিকেটে ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রম বসবাসের প্রমাণস্বরূপ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রদত্ত মূল আবাসিক সার্টিফিকেট।
- নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.wbhealth.gov.in

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

পথ দুর্ঘটনার দায় কি প্রশাসন এড়াতে পারে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া : রাজ্য বিধানসভার ষোড়শ নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার দিন সকালে আত্মজ প্রতীপের সঙ্গে মোটর বাইকে হুগলি নদীতীরবর্তী আয়েঙ্গার রোড ধরে নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথিমধ্যে বেলা ৯টার পরে টিপটিপ বৃষ্টিতে দৌড়চ্ছি দক্ষিণদিকে। মেঠো রাস্তার বেহাল অবস্থায় জয়নগরে জনৈকা মহিলার সবজি দোকানের পাশে সপুত্র গাড়ি নিয়ে পড়ে গেলেন। বাম পায়ের গোড়ালির উপরে কবজি চোট লাগল। মহিলাটি জল এবং মলমের ব্যবস্থা করে দিল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কাজ সেরে এবার মোহিনী রোড ধরে ধূলাসিমলা হয়ে আসার পথে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা জয়ের উল্লাসে মৌবেশিয়া বাস রাস্তায়, গৌরিপুর গ্রামে আর হিরাগঞ্জে গ্রামে আয়েঙ্গার রোডে উল্লাসে আবির খেলায় মাততে দেখা গেল।

জনসাধারণ বিশেষ করে নদীতীরবর্তী বাসিন্দাদের মহকুমা উলুবেড়িয়ার সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে মানিকতলা থেকে (কালিনগর) বাইপাশে প্রথম দফায় কাজের পর দ্বিতীয় দফার রাস্তা আয়েঙ্গার রোডটি হীরাপুর হাইস্কুলের থেকে ৫৮ গেট পর্যন্ত হবার কথা ছিল বামফ্রন্টের জমানায়। বামফ্রন্টের জমানায় কাজটি শুরু হলেও তৃণমূল সরকারের পাঁচ বছরে কিছুই করা হল না। এখন দেখা যাক ২৭মে নতুন রূপে তৃণমূলের ২১১ আসনের নতুন মন্ত্রিসভার প্রাক্কালে রাস্তাটি বাস্তবায়িত হয় কি না। অনুরূপ দুর্ঘটনার হাত থেকে পথচারীরাও নিষ্কৃতি পায়।

বিষ্ণুপুরে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যাবসায়ে নতুন দিশা

অমিয় কুমার অধিকারী : স্বাতী নক্ষত্রের জল ভাল, তাই চাতক পাখি প্রত্যাশায় দিন গোনে কখন সে ওই ফটিক জল পাবে। পিপাসা মিটিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। সামালি গ্রামের স্বাতী গায়েন ২০১৬ সালে মাধ্যমিক ফল ভাল করায় শিক্ষণ বিভাগের সকলেই আনন্দে বিহ্বল। ছয়টি বিষয়ে সে মেধা তালিকায়। বিষ্ণুপুর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির নহাজারি গ্রাম পঞ্চায়েতের 'সামালি ভোলানাথ হাইস্কুলে' ১৭ মে যাবার সৌভাগ্য ঘটেছিল।

নারী প্রগতির শিক্ষা উন্নয়নে তার ঠাকুরদা খোকন গায়েনের যে উদ্দীপনা আছে, তাকে সাধুবাদ জানাতে ইচ্ছা করে। তিনি একজন ফল বিক্রেতা। প্রতিবেদনকারীকে জানান নাতনি স্বাতী এবং কন্যা অঞ্জনাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা। অঞ্জনা বেহালা উইমেন কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্রী। সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর সম্মান অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সামালি ভোলানাথ হাই স্কুলে এইবার মেধা তালিকায় ৩ জন ছাত্র, ১ জন ছাত্রী। মাধ্যমিকে বসেছিল মোট ১২২ জন ছাত্রছাত্রী সকলেই পাশ করেছে। এদের মধ্যে ছাত্র ৫৪ জন, ছাত্রী ৬৮ জন। গত ২০১২ এবং '১৪ সালেও সবাই পাশ করে। '১৩ এবং '১৫তে একজন করে ফেল করে। ২০১৬ সালের ১০ মে–র ফলাফলে স্কুল থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পায় সামালির পিতৃহীন প্রীতম বিশ্বাস তার প্রাপ্ত নম্বর ৬১৪, শতাংশ হিসাবে ৮৭.৭৭ শতাংশ, হালদার পুকুরের ভানুপ্রতাপ বিশ্বাসের প্রাপ্ত নম্বর ৬০৪, অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে। প্রধান শিক্ষক নীলকান্ত ঘোষ জানান বর্তমানে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ৬০৭, ছাত্র ৫৫১, মোট ১১৫৮ জন। কোনও অ্যাডিশনাল বিষয়ের পাঠদান করা হয় নি। উচ্চ মাধ্যমিক উন্নীত করার প্রশ্নে বলেন শ্রেণীকক্ষের সঙ্কুলানের অভাব, তার সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব। যেখানে ২৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা থাকার কথা, সেখানে ৫ জন কম আবার দুইজন শিক্ষকের স্কুল ত্যাগে ২১ জনে কাজ চালাতে হচ্ছে। আরও বলেন ২০০৫ থেকে স্কুলটি মাধ্যমিকে স্বীকৃতি পেয়েছে জুনিয়র থেকে। অথচ আজও নানা অভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে।

গুলিতে জখম ১ মহিলা সহ ৫

বিশ্বজিৎ পাল, বাসন্তী : শনিবার রাতে গ্রামে ইলেকট্রিক তার বাঁধাকে কেন্দ্র করে দু পক্ষের মধ্যে গন্ডগোলের মধ্যে কয়েকজন দুষ্কৃতী গুলি ছুড়লে একজন মহিলা সহ ৫জন জখম হয়। জখমদের নাম করুণা সরদার, তপন রায়, স্বপন রায়, রসিদ আমন্দি সহ আর ২ জন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ৮ নম্বর কুমড়োখালি গ্রামে। জখমদের প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। তাদের অবস্থার অবনতি হলে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঝড়–বৃষ্টির মরশুম শুরু হয়েছে। কলকাতার এখানে ওখানে এখন বিপদজনক বাড়ি ভেঙে পড়ার পালা। দুর্ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটেছে দু'একটি। পুরসভার তাতেও হুঁশ হয়নি। দক্ষিণ কলকাতার মোমিনপুরের কাছে এমনই একটি বাড়ি পুরপ্রতিনিধিদের চোখের সামনে দিন গুণছে ধসে পড়ার জন্য। নির্বিকার এলাকার মানুষ। ভেঙে পড়লে শুরু হবে হইচই এখন সকলেই নীরব। –নিজস্ব চিত্র

হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তির হাওয়া বালি, বেলুড়, লিলুয়ায়

ই–রিক্সা

টোটো

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্য প্রশাসন বাধ্য হোল টোটো এবং ই–রিক্সা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে। দীর্ঘদিন ধরে হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার টোটা আর ই–রিক্সা নিয়ে নাজেহাল সেখানকার বাসিন্দারা। বহুবার এই বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ করলেও সরকারি কিছু দাদাদের হাত টোটো চালকদের মাথায় থাকাতে কাজের কাজ কিছুই হয় নি বলে জানায় বেলুড়ের কিছু বাসিন্দা। এই মুহূর্তে হাওড়ার টোটোর সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজারেরও বেশি। কিন্তু ইদানিং কলকাতা হাইকোর্ট নড়েচড়ে বসাতে ঘুম ভেঙেছে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবার জন্যে পরিবহন দপ্তরকে নির্দেশ দেন। এবং সেই সঙ্গে চারটি থানা এবং পরিবহন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বেড়ে চলা টোটো এবং ই–রিক্সা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পনেরো দিনের মধ্যে আদালতকে জানাবেন। এবং আদালতে ১০ জুন পরবর্তী শুনানির দিনক্ষণ ঠিক করা হবে বলে জানা যায়।

ইতিমধ্যে পরিবহন সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে লিখিত চিঠি পাঠিয়েছেন পরিবহন দপ্তরের কাছে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে কতজন নতুন করে টোটো ই–রিক্সার আবেদন জানিয়েছেন? কত জনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে? নতুন কোনও রুট দেওয়া হয়েছে কিনা? হলে কোন কোন রুট দেওয়া হয়েছে? প্রতিটি রুটে কটা করে টোটো ই–রিক্সা চলাচল করে ইত্যাদি ইত্যাদি? ইদানিং আদালতের নড়েচড়ে বসাতে হাওড়ার বালি, বেলুড়, লিলুয়ার বাসিন্দাদের যে কিছুটা অসুবিধার অবসান হল তা বলাইবাহুল্য। কারণ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু মানুষের জীবিকা।

চিরঞ্জিতের সাফল্যের শরিক ওরাও

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত জংশন রেল স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন তৃণমূল কর্মী সংগঠনের আইএনটিটি ইউসি–র কার্যালয়। গত ১৯ মে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত নিয়মিত বাজছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। অর্থাৎ বারাসত স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের পরিশ্রম অনেকটাই লাঘব হয়ে যাচ্ছে রাবীন্দ্রিক ধুনের মহিমায়। উল্লেখ্য বারাসত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে চিত্রতারকা চিরঞ্জিত দ্বিতীয় বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন প্রায় ২৫ হাজার ভোটে। তাকে জেতাতে এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যান্য নেতা কর্মীদের সঙ্গে যথার্থ ভূমিকা নেন এই কার্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি পিনাকনারায়ণ সরকার, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক গৌতম (বাপি) সরকার, একনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কৌশিক মজুমদার সহ এই কার্যালয়ের অন্যান্য সদস্য ও কর্মীবৃন্দ। সম্পাদক জানালেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাবে। তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কোনও হিংসা নয়। শুধু উন্নয়নমূলক সামাজিক কর্মকান্ডকেই 'পাখির চোখ' করেই এগোতে হবে। সমাজসেবী কৌশিক মজুমদার বলেন, বিরোধীদের বিভিন্ন কুৎসা ও অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে মানুষ পুনরায় দিদিকেই দায়িত্ব দিয়েছেন। তার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও সামাজিক উন্নয়নই এই সাফল্যের চাবিকাঠি। আমরা তাঁর নীতি আদর্শকে পাথেয় করে চলতে চাই। প্রসঙ্গত চিরঞ্জিতের সাফল্যে বারাসতের মানুষ খুশি। বাসিন্দাদের দাবি, চিরঞ্জিতবাবু একজন সেলিব্রেটি। তিনি হয়ত সবসময় বারসতকে সময় দিতে পারেন নি একথা ঠিক। তবে এজন্যে এলাকার কোনও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিগত পাঁচবছরে কোথাও বিঘ্নিত হয়নি।

ওভারব্রিজ নির্মাণে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসানসোলের কুমারপুরের কাছে জিটি রোড লেভেল ক্রসিং–এ একটি রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের জন্য গত শনিবার ২১ মে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সেইল–আইএসপি এবং পূর্ব রেলের মধ্যে যে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরদান অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন, আবাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় উপস্থিত ছিলেন। সেইল–আইএসপি এবং পূর্ব রেল সমান হারে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের খরচ বহন

আসানসোল

করবে। মউপত্রে স্বাক্ষর করেন সেইল–আইএসপি–এর প্রকল্প সংক্রান্ত জেনারেল ম্যানেজার বিবেক গুপ্তা এবং পূর্ব রেলের নির্মাণ বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার মানস সরকার।

এরপর মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ওই রোড ওভারব্রিজটি নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে সেইল–আইএসপি–র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আর কে রাঠি, আসানসোলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এন কে সাচান প্রমুখ। রোড ওভারব্রিজ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সেইল–এর সম্প্রসারিত ইস্পাত কারখানা থেকে আরও বেশি পরিমাণে ইস্পাত পাঠানো সম্ভব হবে এবং কুমারপুর লেভেল ক্রসিং–এর দরুণ রোজ আটকে পড়া এলাকার মানুষজন ও যানবাহন বিশেষ উপকৃত হবে।

মহানগরে

দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাতেই সুজনের বাজিমাৎ

বরুণ মন্ডল

রাজ্যে ২০১১–র পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইএএস মণীশ গুপ্ত ১৬,৬৮৪ ভোটের ব্যবধানে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন। আর এবার ২০১৬–র ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে সেই তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইএএস মণীশবাবু সব মিলিয়ে ১৪,৯৪২ ভোটের ব্যবধানে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ সুজন চক্রবর্তীর কাছে পরাজিত হলেন। অভিযোগ, অন্তর্ঘাতের কারণেই না কী যাদবপুর কেন্দ্র হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। মণীশবাবুকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে না কী গাঁটছড়া বেঁধে সুজনের জয়ের পথ মসৃণ করেছেন দলেরই কিছু নেতা।

আপনারাই নিজ চোখে দেখে নিন, ৫ মে, ২০১৪–র ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই কেন্দ্রে ভোট পায় ৩১,০১৫টি। এপ্রিল ২০১৫–র কেএমসি নির্বাচনে বিজেপি এই কেন্দ্রে ভোট পায় ২৩,৮৪০টি। আর এবারে ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এই কেন্দ্রে ভোট পায় ১৩,৯২২টি। যা গত পুর নির্বাচনের ভোটের থেকে ৯,৯১৮ কম। বিজেপি ভোটের ফ্যাক্টর তো আছেই আবার গত পুরভোটে ব্যাপক রিগিং ছাপ্পার ফারাকটা মেটাতে না –পেরেই যাদবপুর সম্ভবত এবার তৃণমূলের হাতছাড়া হয়েছে। আবার, যাদবপুর বিধানসভার ১০টি ওয়ার্ডের একটি ওয়ার্ডেও জিততে পারেননি রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশবাবু। অথচ এই ১০টির মধ্যে গত পুরভোটে মাত্র তিনটি ওয়ার্ডে ৯৯,১০২ ও ১০৩ এই তিনটিতে বিরোধীরা জিততে পেরেছিল। এবারেও সেখানে হারতে হল। যাদবপুরের সুজনবাবু সবথেকে বেশি ভোট পেয়েছেন সোনারপুর পুরসভার কোল ঘেঁষা কলকাতা পুর এলাকার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, পঞ্চসায়র, মুকুন্দপুর, অজয়নগর, ভগৎ সিং কলোনি থেকে যেখানে গত ২০১৫–র পুরভোটে সিপিএম প্রার্থী শিখা পূজারিকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন প্রাক্তন বিমান সেবিকা অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরণী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এখানে ২,৮৬৪ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন সুজনবাবু। এলাকার তিন দাপুটে পুর প্রতিনিধি ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা পুর জঞ্জাল দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, ১০৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা নামজাদা নাকতলা উদয়ন সংঘ পুজো কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত এবং ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা ১১ নম্বর বরো কমিটির সভাপতি তারকেশ্বর চক্রবর্তীর ওয়ার্ডেও মণীশবাবুকে পেছনে ফেলে সুজনবাবু এগিয়ে গিয়েছেন যথাক্রমে ৫৩৪,২,৩৩৪ এবং ৭৪৯ ভোটে। দেবব্রত বাবুর এলাকার খ্যাতনামা যাদবপুর হাই স্কুলের আটটি বুথের একটিতেও জিততে পারেননি মণীশবাবু। এলাকার অভিজাত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা তৃণমূলকে ভোট দেয়নি। যাদবপুরের মোট ভোটার ২,৬৯,৬৩৮ জন। সব মিলিয়ে মোট ভোট দেয় ২,০৪,০১৭ জন। যাদবপুরে ভোট পড়ে ৭৫.৬৬ শতাংশ।

কেএমসি ওয়ার্ড : পুর প্রতিনিধি	২০১৫–র কেএমসি নির্বাচনে জয়ী দলের ব্যবধান	২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী দলের ব্যবধান
৯৬ : দেবব্রত মজুমদার	৪,০৭৪ ভোটে টিএমসি জয়ী	৫৩৪ ভোটে সিপিএম জয়ী
৯৯ : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়	৫৩৫ ভোটে আরএসপি জয়ী	১,৮০৪ভোটে সিপিএম জয়ী
১০১ : বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত	৩,৬৬৫ ভোটে টিএমসি জয়ী	২,৩৩৪ভোটে সিপিএম জয়ী
১০২ : রিঙ্কু নস্কর	২,২৩০ ভোটে সিপিএম জয়ী	২,০৭৫ভোটে সিপিএম জয়ী
১০৩ : নন্দিতা রায়	২৯ ভোটে সিপিএম জয়ী	১,৭৩৮ভোটে সিপিএম জয়ী
১০৪ : তারকেশ্বর চক্রবর্তী	৪,০৯৪ ভোটে টিএমসি জয়ী	৭৪৯ভোটে সিপিএম জয়ী
১০৫ : তরুণ মন্ডল	২,০৬৩ ভোটে টিএমসি জয়ী	২৯৫ভোটে সিপিএম জয়ী
১০৬ : মধুমিতা চক্রবর্তী	৩,৩৭৯ভোটে টিএমসি জয়ী	১,০২৮ভোটে সিপিএম জয়ী
১০৯ : অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়	২,৭৩৯ভোটে টিএমসি জয়ী	২,৮৬৪ভোটে সিপিএম জয়ী
১১০ : অরূপ চক্রবর্তী	৫৬০ভোটে টিএমসি জয়ী	১,২১৬ভোটে সিপিএম জয়ী

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২৮ মে – ৩ জুন, ২০১৬

ফেডারেল ফ্রন্টের মহড়া

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ইনিংসের ব্যাপক উন্নয়নের পুঁজিতে ভর করে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিপক্ষর সারদা–নারদা নামক বাউন্সারকে উড়িয়ে দিয়েছেন বাউন্ডারির ওপারে। এবার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে টেস্ট ব্যাটসম্যানের মতো কপিবুক খেলবেন না অধুনা টি–২০র মতো চালিয়ে খেলবেন সেদিকে নজর থাকবে পশ্চিমবঙ্গবাসীর। এমনকী মমতার এই সাফল্যর চাবিকাঠি কী, তার খোঁজ পড়ে গিয়েছে ভূ–ভারত জুড়ে। বিশেষ করে ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে একটা তৃতীয় শক্তি গড়ে ওঠার মঞ্চ এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব এবং তাঁর পিতা মুলায়ম সিং যাদব, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার এবং প্রভাবশালী নেতা লালুপ্রসাদ যাদব, অন্ধ্রের চন্দ্রবাবু নাইডু, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা কিংবা প্রধান বিরোধী দলের মাথা বর্ষীয়ান করুণানিধি সকলের কাছে এখন কদর বেড়ে গিয়েছে মমতার। হয়তো এরই নাম সাফল্য। যার পিছনে পিছনে ঘোরে রাজনীতির কারবারীরা।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত যারা মমতার ভালো ফলাফল নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তারাই এখন তাঁর সাফল্যের বুদবুদে মাথা ভাসিয়ে দিচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগাতে দিল্লিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। প্রতি দু'মাস অন্তর দিল্লি যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। এর নেপথ্যে রয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি তথা এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে এখন থেকেই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা। উল্লেখ্য, এর আগে ইউপিএ থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। যার মূল লক্ষ্য হল কংগ্রেস এবং বিজেপির থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে আঞ্চলিক দলগুলির মেলবন্ধন গড়ে তোলা। স্বাভাবিক ভাবেই এই ফ্রন্টে ব্রাত্য রাখার কথা বামেদের, যারা ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া কি রাজ্য আর কি সর্বভারতীয় রাজনীতি সবেতেই বামেরা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে।

তবে আগামী দিনের জাতীয় রাজনীতির অক্ষরেখা কোনদিকে চালিত হবে তার বড় অ্যাসিড টেস্ট হতে চলেছে আগামী উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। বস্তুত সারা দেশের মধ্যে এখনও এই রাজ্য সবথেকে বড় হিসেবে পরিগণিত হয়। এখানে মুলায়ম বা মায়াবতী যদি বিহারের মতোই বিজেপিকে কোণঠাসা করে দেয় তবে ফেডারেল ফ্রন্টের বিকাশের সম্ভাবনা ষোলোআনা বৃদ্ধি পাবে। মমতার শপথ থেকেই যেন সেই ভবিষ্যতের জিয়নকাঠি জিইয়ে রাখলেন আঞ্চলিক নেতারা।

অমৃত কথা

৩৭. জগতের ইতিহাস হইল–পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকঠ মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন – অনুভব করিবার হৃদয়, ধরণা করিবার মস্তষ্ক এবং কাজ করিবার হাত।

৩৮. জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়; তারা চায় ব্যক্তি (person)। তারা যাকে পছন্দ করে, তার কথা ধৈর্যের সহিত শুনবে, তা যতই অসার হোক না কেন–কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না, তার কথা শুনবেই না।

৩৯. জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'–গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়, ইহা কত সত্য! যে গৃহছাদ তোমায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে উহা যে স্তম্ভগুলির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে চলিবে না–হউক না সেগুলি আতি মনোহর কারুকার্যময় 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ।

৪০. জতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোনও মতবাদ প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে–কোনও ব্যক্তি, শ্রেণি, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায় যদি অপর কোনও ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার ও কার্যের শক্তিতে বাধা দেয় (অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শক্তি কাহারও অনিষ্ট না করে) তাহা অতি অন্যায়, এবং যে ঐরূপ করে–তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

৪১. জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়; দিবারাত্র বল, 'তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর–আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে–আমি তুমি, তুমি আমি।' ধন চলে যায়, সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়, জীবন দ্রুতগতিতে চলে যায়, শক্তি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন–প্রেম চিরদিনই থাকে।

৪২. তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের চেহারা দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয় দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও পাপের ময়লা রহিয়াছে।

৪৩. তুমি তোমার কাজ ক'রে যাও, আর মনে রেখো–'ন হি কল্যাণকৃ কশ্চিত দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

৪৪. তোমরা যদি আমার সন্তান হও, তবে তোমার কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমারা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে–সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না–বুঝলে? মৃত্যু পর্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যামন দেখাচ্ছি, ক'রে যেতে হবে–তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত।

ফেসবুক বার্তা

৯১ বছর বয়সেও রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেন ইন্দোরের প্রথম মহিলা M.B.B.S-ভক্তি যাদব

তাঁকে জানাই অসংখ্য শ্রদ্ধা...

জোট–ঘোঁটের গোপন এজেন্ডা কি খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ?

প্রতিরুদ্ধ বাউল

এখনও হ্যাংওভার কাটল না। নির্বাচন হয়ে গিয়েছে দু সপ্তাহের উপর। ফল প্রকাশও সপ্তাহ পার করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখনও মেতে রয়েছে নির্বাচনে। একদিকে সাফল্যের মধু প্রতিদিন চেটেপুটে নিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অন্যদিকে বিরোধী জোটের নেতারা উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে নিজেদের মুখ রক্ষা করা যায়। অন্য বিরোধী বিজেপি চেষ্টা করছে নির্বাচনের পর যেন সংবাদ মাধ্যম থেকে হারিয়ে না যায় দলটা। তাই গরম গরম ভাষণ আর মাঠে নেমে কিছু কসরৎ দেখাচ্ছেন তারা।

কিন্তু রাজনীতিকদের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি হ্যাংওভারে ভুগছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না হঠাৎ করে মাস দেড়েক আগে তৈরি একটা জোট এতটা প্রচার পেল কি করে? বিশেষ করে একটি জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম জোটকে ক্ষমতায় আনতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল কেন? হঠাৎ করে প্রথম অনীহা থাকলেও পরে দিল্লির নেতারা অতীত ভুলে জোটের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? কেন বর্তমানে দেশের এক নম্বর দল দু'বছর আগের স্টিং অপারেশনের ছবি প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় নিশ্চিত ভেবে লাফালাফি শুরু করে দিল? শুধু তাই নয় কয়েকদিন হারের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে একে অপরের দোষ চাপালেও কেন ফের জোটেই আশ্রয় নিতে চাইছেন ব্যর্থ নেতারা?

এটা এখন জলের মতো পরিষ্কার যে এ রাজ্যের বিরোধী এবং এক শ্রেণির সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশ্য এজেন্ডা একটাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ। কিন্তু যে প্রশ্নটা জাগছে সেটা হল এই কমন এজেন্ডায় সকলকে এক করে দেওয়ার পিছনে কোনও গোপন এজেন্ডা নেই তো? দেড় মাস আগেও যে জোটে শীলমোহর দিতে চাননি বাম এবং কংগ্রেসের দিল্লির নেতারা সেই জোটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বারবার পাড়ি দিলেন কেন? কয়েকদিনের মধ্যেই এদের একজোট করল কে? এদের কে যোগাল প্রচারের আলো? প্রশ্নের ভিড়। উত্তর একটাই। এফডিআই ইস্যু।

এটাই একমাত্র কারণ। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ সারা দেশের নানা রাজ্যে ইতিমধ্যেই লাগু হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও অচিরেই তা চালু হতে বেশি দেরি নেই। কংগ্রেসের মতো বর্তমানে বিজেপি সরকারও চেষ্টা চালাচ্ছে সুযোগ বুঝে

সংসদে এই আইন পাশ করাতে। সকলের কাছে একমাত্র বাধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত বিনিয়োগের হাতছানি। এত মুনাফার সুযোগ, এত ফায়দা নষ্ট করে দিচ্ছেন একমাত্র একজন একগুঁয়ে রাজনীতিক। অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে প্রচারের আলোর দিকনির্দেশও। যে গণমাধ্যম খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল তারাই এই নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল মমতা বিরোধিতায়। ফলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই জোটের রান্নাঘর দেশে নয় বিদেশের মাটিতে । সেখানেই তৈরি হয়েছে জোটের রেসিপি। পাশাপাশি এই প্রশ্নও জাগে বিরোধীদের প্রচারের ? কি তবে সেই রেসিপিতেই অঙ্গ।

নির্বাচনের পর তাই ভেঙেও ভাঙছে না জোটের গাঁটছড়া। সকলেরই ভয় এফডিআই নিয়ে মমতার মনোভাব নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে এখন সাঁড়াশি চাপ। একদিকে এফডিআইপন্থীদের ভারতের মত বাজার পাওয়ার অদম্য বাসনা আর অন্যদিকে মমতার অনড় মনোভাব। ফের রাজ্যের ক্ষমতায় মমতা আর কেন্দ্রে সেই এফডিআইবাদীদের দল। ফলে আগামী পাঁচবছরে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে দ্বৈরথ চলতেই থাকবে। এই সমুদ্র মন্থনে জোটের মতো গরল উঠে আসলেও আদৌ কোনও দিন অমৃত উঠবে কিনা তা বলবে ভবিষ্যত।

মনে রাখা দরকার ২০০৯ সালে তৃণমূল এ রাজ্যে বিরোধী থাকা সত্ত্বেও লোকসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। তাদের ১৯টি আসনের সঙ্গে তৎকালীন মিত্র দল এসইউসিআই–য়ের একটি আসন যোগ হয়ে তৃণমূলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০তে। আর জাতীয় কংগ্রেস ৬টি এবং বিজেপি (গোর্খাদের সমর্থনে জেতা দার্জিলিং) ১টি আসন দখল করে। সে সময়কার শাসকদল বামেদের দখলে এসেছিল মাত্র ১৫টি আসন। কেন্দ্রেও দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতাসীন হয় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এই সরকারে রেলমন্ত্রক সহ বেশ কয়েকটি দফতর ঘাসফুলের কব্জায় আসে। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের এই সখ্যতা বেশিদিন টেঁকেনি। এই রাজ্যে ২০১১তে যে পরিবর্তন সংগঠিত হয় তার অন্যতম সহচর ছিল জাতীয় কংগ্রেস। তৃণমূলের সঙ্গে আসন রফা করে ৪২টি আসনে জয়ী হয় হাত চিহ্নের প্রার্থীরা। এরপর মাস ছয়েক যেতে না যেতেই (তৃণমূলের হনিমুন পিরিয়ড কাটার আগেই) দিদিমনি দলবল নিয়ে ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। বেশ কয়েকজন মন্ত্রী তাদের পদ চলে যাওয়ায় সে সময় বেজায় রুষ্ট হয়েছিলেন দলীয় সভানেত্রীর ওপর। তবে মুখে বোল ফোটেনি তাদের। এবার দেখা যাক কি এমন ব্যাপার ঘটল যার জন্য মাত্র দু বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় সরকারে কাটানোর পর ঘাসফুল নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লক থেকে বেরিয়ে এলো। এর মূল কারণ হিসাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যে বিষয়টিকে সামনে এনেছেন তা হল এফডিআই বা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। মোটামুটিভাবে মনমোহন সিং সরকার তথা কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি সকলকে রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন এই এফডিআই মেনে নেওয়ার জন্য। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোঁসা ঘরের খিল তিনি খুলতে পারেননি। ছদ্ম কমিউনিস্টরা এফডিআই–এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলেও শোনা যায় ভিতরে ভিতরে তারাও নাকি এই মার্কিনি বাজার উন্মুক্ত করতে খুব একটা প্রতিরোধের আওয়াজ তোলেনি।

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলমত, ভাষা, সংস্কৃতির যাবতীয় বিভেদ ভুলে এফডিআইকে স্বাগত জানিয়েছিল। একমাত্র বেঁকে বসেছিলেন মমতা। যার জেরে বেশ কিছুদিনের টানাপড়েন, তারপর সরকার থেকেই নিজেদের মন্ত্রীদের তুলে নিয়ে সমর্থন প্রত্যাহার করে তৃণমূল। ক্ষমতার এত কাছে থেকেও কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন এই পর্যালোচনায় গেলে আজও উঠে আসছে সেই এফডিআই না মেনে নেওয়ার তত্ত্ব। এই ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের থেকেও অনেক বেশি বড় বামপন্থা দেখিয়েছেন মমতা। যতই বিশ্বায়নের ধুঁয়ো তোলা হোক না কেন ঘাসফুল নেত্রীর মনে হয়েছে এফডিআই একবার ভারতীয় বাজারে উন্মুক্ত হয়ে গেলে সাধারণ খুচরো ব্যবসায়ী থেকে চাষি সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। মনে রাখা দরকার এফডিআই ভারতে চালান করার সর্বাত্মক চেষ্টা মার্কিন দেশভুক্ত কোম্পানিগুলি এমন একটা সময় করছে যখন সে দেশের বাজার ব্যাপক মন্দার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমেরিকা এবং ইউরোপে বেকার সমস্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

তাছাড়া চিনের অর্থনীতি এখন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এতকিছু প্রতিকূলতার বাজারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কাছে সোনালী রেখা হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যাভুক্ত ভারতের বাজার দখল। সেটা পুরোপুরি কবজা করতে এফডিআই ছাড়া আর কোনও পথ নেই। এবার কোন দেশের বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে সেদেশের রাজনৈতিক দলের শিলমোহর থাকা বিশেষ জরুরি। আর এদিক থেকে পাশ্চাত্যের ধনকুবেররা ইতিমধ্যেই প্রায় সমান আর্থিক মনোভাবাপন্ন কংগ্রেস এবং বিজেপিকে তাদের পাশে পেয়েছে। দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এফডিআইয়ের প্রসাদ পেতে হা পিত্যেশ করে রয়েছেন। গোঁড়া খালি মমতাই।

সেই কাঁটাকে তার শিকড় থেকে উপড়ে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে। আর এই জন্যই হয়তো মমতা বিরোধিতার আসরে হাজির সব বাবুরাই। এতদিনের মতাদর্শগত বৈপরীত্য দূরে সরিয়ে হাতে হাত হাতুড়িরও। শেষপর্যন্ত এই এফডিআই অপারেশন মাঠে মারা গেলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফের দাঁত নখ বের করতেই পারে, শান দিতে পারে নয়া অস্ত্রে।

মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ব্যক্তি মালিকানায় বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না কি

নির্মল গোস্বামী

'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'

এখনও কবিপক্ষ শেষ হয়নি তাই তাঁর কথা মনে পড়াই খুব স্বাভাবিক। তিনি ঋষি কবি, তাই সত্যদ্রষ্টা। তিনি শুধু তাঁর জীবনকালীন সময়ের কথা বলে যাননি। যুগ হতে যুগান্তরের ভবিষ্যৎ বাণীও করে গিয়েছেন। তাঁর যুগ ছিল পরাধীনতার যুগ। একটা পরাধীন জাতি কখনও ন্যায় বিচার আশা করতে পারে না। কবি বোধ হয় তাই আক্ষেপ করে এই কথা বলেছিলেন।

ওমা! সার্ধশতাব্দি পার করে স্বাধীন দেশের সত্তর বছর বয়স হল। বালক নয়, যুবক নয়, প্রৌঢ় নয়, একেবারে বৃদ্ধের শেষ সীমায় পদার্পণ করেও আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র কি ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে? ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে নি বা করতে চায় না এই কথা যদি বলি তাহলে অনেকেই রেরে করে মারতে আসবে। কেন এত আদালত। লোয়ার কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট। বিভিন্ন স্তরে বিচারের সূক্ষ্ম ছাকনি দিয়ে ছেঁকে ন্যায় বিচার করা হয়। আমাদের বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল একজন নিরপরাধ যেন শাস্তি না পায় তা সুনিশ্চিত করা, কিন্তু পাঁচজন দোষী তাতে যদি ছাড়া পেয়ে যায় তো যাক। এতো ভাল বিচার ব্যবস্থায় বিচারের বাণী কাঁদবে কেন?

সত্যিই তাই, কিন্তু কাঁদে যে কয়েকদিন আগে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তখন ভোটের বাজার সরগরম ছিল তাই একটা খবরের প্রতি বোধহয় অনেকেরই দৃষ্টি সেভাবে পড়ে নি। সেটা হল, ২০০২ সালের কেশপুরের গণহত্যা মামলার রায়ে ১২ জন ও ২ জন মোট ১৪ বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছে। ২২ বছর পর সাক্ষী সাবুদ আর সে ভাবে পাওয়া যায় নি তাই প্রমাণের অভাবে অভিযুক্ত সকলেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। অথচ এটা সত্য যে ৬ জন সিপিএম সমর্থক ও ২ জন তৃণমূল সমর্থক সে দিন খুন হয়েছিল। ভূতে তো আর খুন করেনি? তাহলে দোষীরা গেল কোথায়?

অভিযুক্তরা যদি দোষী না হয় তবে অন্য কেউ দোষী। তারা কোথায় গেল, তাদের কি শাস্তি হল? মৃতদের পরিবারবর্গ ন্যায় বিচার পেল কি? এখানে বিচারের বাণী সত্যিই কাঁদছে না কি? কার দোষ সে বিচারের ভার আমার নয়। শুধু এইটুকু বলব যে রাষ্ট্রের ৮ জন নাগরিক খুন হল অথচ রাষ্ট্র তাদের শাস্তি দিতে পারল না। এটা নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার নয়।

এই যে ১২ বছর পর বিচার হল। বিচারের এই যে দীর্ঘসূত্রতা, এটাই এক ধরনের অবিচার। আমরা প্রায়ই খবরে দেখি ১০, ২০, ৩০ বছর পর কোনও ব্যক্তি ন্যায় বিচার পেল। হয়তো সরকারের কাছ থেকে সে পেনশনের টাকা পেল। কিন্তু ২০–৩০ বছর তাকে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। অনেকে বিচার পাবার আশায় থেকে থেকে মারাও যাচ্ছে। এই দীর্ঘসূত্রতার জন্য শুধু যে বিচার প্রার্থীরাই অসুবিধায় পড়ছে তা নয়। যে অপরাধী তার প্রতিও ন্যায় বিচার হচ্ছে না।

আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার মূল খামতি হল ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল একটি বিরল দৃশ্যের কথা। টেলিভিশনের পর্দায় যা বিশ্বের লোক প্রত্যক্ষ করেছেন। কি সেই দৃশ্য? না দিল্লির একটা অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন। সেই সময় পাশে বসে ছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি। এই দৃশ্যে দর্শকরা হতবাক হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মোদি পড়েছেন অস্বস্তিতে। কারণ দেশের বিচার ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার ভার তো তাঁর হাতেই।

ঠাকুর কবি বলেছিলেন ''দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।''

আমাদের প্রধান বিচারপতি টিএস ঠাকুর আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে যে দেশে ৮০ লক্ষ মামলার পাহাড় জমে আছে। এই চলতি পরিকাঠামোয় কেমন করে মানুষের কাছে ন্যায় বিচার পৌঁছে দেব। মোদিজি ব্যাপারটা জেনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং বিষয়টার উপর ভাবনা চিন্তা করার কথা দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের নাগরিকরা কি দাবি করতে পারে। নাগরিকদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যেমন অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকে তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার সুব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু ওই দুটি ক্ষেত্রে ক্রমশ বেসরকারিকরণ হয়ে চলেছে। সরকার ক্রমশ হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। ন্যায় বিচার পাবার ব্যবস্থা করা সরকারের আশু কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ন্যায় বিচারের ধারণার মধ্যে সময়েরও একটা সীমা থাকে। কারণ আমাদের জীবন অনন্ত নয়। সময় দ্বারা সীমায়িত। আর আমি রাষ্ট্রের কাছে বিচার প্রার্থনা করলে অনন্ত সময় ধরে

টেলিভিশনের পর্দায় যা বিশ্বের লোক প্রত্যক্ষ করেছেন। কি সেই দৃশ্য? না দিল্লির একটা অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা কথা বলতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন। সেই সময় পাশে বসে ছিলেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী মোদিজি। এই দৃশ্যে দর্শকরা হতবাক হয়ে গিয়েছেন কিন্তু মোদি পড়েছেন অস্বস্তিতে। কারণ দেশের বিচার ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনার ভার তো তাঁর হাতেই।

অপেক্ষা করা বিচার না দেওয়ারই নামান্তর মাত্র।

আমাদের দেশে বর্তমানে ১০ লক্ষ জনগণ পিছু ১৭ জন করে বিচারপতি আছেন। ইউএনও'র ঘোষণা অনুযায়ী ন্যূনপক্ষে ৫০ জন বিচারপতি থাকার প্রয়োজন। আমরা জানি বছরে বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে, মামলা বেড়েছে। অথচ সেই তুলনায় বাড়েনি ন্যায়ালয়ের সংখ্যা এবং বিচারপতি নিয়োগ হয়নি। এই জন্যেই মামলা জমতে জমতে মামলার পাহাড় জমে উঠেছে। আমাদের রাষ্ট্র বা কোন সরকারই এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। যথা সময়ে বিচার পাবার অধিকার যে জনগণের আছে এবং তার জন্য বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের যে আশু প্রয়োজন সেই দাবি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন দলই ভোটের সময় তোলে নি।

তাই সন্দেহ জাগে বিচার না দেওয়াটাই কি রাষ্ট্রের গোপন ইচ্ছে। এই স্বল্প পরিকাঠামোর মধ্যে যাদের টাকার জোর আছে,যারা প্রভাবশালী তারাই বিচার পাবে। বাকিরা হাপিত্যেস করে বসে থাকবে।

বেকার সমস্যার যুগে এই ক্ষেত্রে এখনই কয়েক লক্ষের কর্ম সংস্থান হতে পারে। ৭০ লক্ষ জজ নিয়োগ মানে সেই অনুযায়ী কোর্ট বাড়ানো। প্রতি কোর্ট রুমে পাঁচ জন করে কর্মচারী প্রয়োজন। তারপর আছে উকিল। কত শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ল পড়ে ওকালতি করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ পেতে পারে। এরপর কত মুহুরি করে খাবার সুযোগ পায়। মোদিজি আচ্ছে দিন আনতে হলে কিন্তু গতিশীল বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলতেই হবে না হলে মিশন অধরা থেকে যাবে। অবশ্য বর্তমানে রাজনীতিক আর অপরাধী প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে গিয়েছে। রাজ্যসভার সদস্য ৯ হাজার কোটি টাকা লোন না মিটিয়ে বিদেশে পালাচ্ছে। আবার অন্য এক রাজ্যসভার সদস্য প্রধানমন্ত্রীর ছবি বিকৃত করে ভোটের বাজারে প্রচার করছে। এরা কেউই কি চাইবে বিচার ব্যবস্থা স্বচ্ছ হোক, সত্বর হোক। এমনিতেই ফৌজদারি মামলায় কে অপরাধী তা ঠিক করে পুলিশ প্রশাসন। সেখানেও রাজনীতির খেলা থাকে। কোথাও পুলিশ অতি সক্রিয় আবার কোথাও অতি নিষ্ক্রিয়। এসব আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে দীর্ঘদিনের। এরপর কোর্ট–কাছারির কাল হরণের পালা আসে। ফলে দুদিক থেকে প্রতারিত হয় বিচার প্রার্থীরা।

সরকার যদি না পারে তবে শিক্ষা স্বাস্থ্যের মতো বিচারকেও বেসরকারিকরণ করে দিক। পুঁজিপতিরা কোর্ট তৈরি করবে, বিচারপতি নিয়োগ করবে আর মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। যেমন স্কুলে ভর্তি হতে গেলে ১ লাখ টাকা ডোনেশন দিতে হচ্ছে। তেমনি টাকা দিয়েই না হয় ন্যায় বিচার কিনবে ক্ষমতাবান নাগরিকরা। সেই সুযোগে সরকারি কোর্টে মামলার চাপ কমলে বিপিএল তালিকাভুক্তরা বিনা পয়সায় দ্রুত বিচার পাবে সরকারের কাছ থেকে।

বিষয়টা ভেবে দেখা যায় না কি?

দুর্ঘটনায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ মে কচুজোড়ে ডাম্পার ও বোলারো গাড়ির সংঘর্ষে মারা যায় একজন। গুরুতর জখম তিনজন ভর্তি হন সিউড়ি সদর হাসপাতালে। ডাম্পারের চালক ও খালাসি পলাতক। ১০ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড নলহাটি ব্লকের গ্রামগুলি। ১৬ মে সকাল ১০টা থেকে রেল কলোনিতে পানীয় জলের দাবিতে রেল অবরোধ, কাউন্টার ভাঙচুর ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রামপুরহাট স্টেশন চত্বর। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুটি লরির ধাক্কায় ওলটালো ট্রান্সফর্মার বোঝাই লরি। ১৮ মে কচুজোড়ে দুর্ঘটনায় মৃত ৫০ বছরের বন্দনা দাস।

হাওড়ার দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তায় দাড়িয়ে থাকা বালি বোঝাই লরিতে ধাক্কা মারে প্রচন্ড গতিতে ধেয়ে আসা যাত্রী বোঝাই বোলারো গাড়ি। আর সেই ধাক্কাতেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় অমলা সিং নামে এক মহিলা যাত্রীর এবং তিনজন গুরুতর ভাবে জখম হন বলে জানা যায় এরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন দেবব্রত জানা নামে বছর চল্লিশের এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া উলুবেড়িয়া মহকুমার কাশ্যপনগরের ছয় নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে কুলগাছিয়া অঞ্চলে। চালক দেবব্রত বাবু গাড়ি নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আসছিলেন কলকাতা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটার সময় প্রচন্ড গতিতে আসা গাড়িটি কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় সেটি এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালি ভর্তি লরিতে ধাক্কা মারলেই এই বিপদ ঘটে বলে জানা যায়। অন্যদিকে এই ঘটনার জেরে স্থানীয় মানুষজন দেড়ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করেন পুলিশ গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোলা আদায় করে এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে। পুলিশ অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তারা বলেন আমাদের তোলা আদায়ের জন্য এই বিপদ ঘটেনি। রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা বালি ভর্তি লরির পিছনে ধাক্কা মারার জন্যেই এই অঘটন বলে পুলিশ জানায়। আহতদের প্রথমে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা যায়। গাড়ির চালক দেবব্রত জানার অবস্থা গুরুতর বলেও খবর পাওয়া যায়।

গঙ্গায় তলিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন উত্তরখন্ডে হাওড়া সালকিয়ার মালি পাঁচঘড়ার বাসিন্দা অয়ন বেরা। সেখানে গিয়ে বেশ ভালই কেটেছিল কয়েকদিন। কিন্তু হঠাৎ করে গত শনিবার ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর বিপদ। গঙ্গায় বন্ধুদের সঙ্গে নৌকায় র‍্যাফটিং করবার সময় আচমকা তলিয়ে যায় অয়ন বেরা। সঙ্গে সঙ্গে অয়নের বন্ধুরা অনেক খোঁজাখুজি করেও কোনও সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অয়নের বাড়িতে খবর পাঠায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন ভেঙে পড়েন। পরিবারের লোকজন রবিবার উত্তরাখন্ড যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস–এর একরকম সহযোগিতায় ভর করে। মন্ত্রী উত্তরাখন্ডের সরকারের কাছেও আবেদন জানান বাঙলার এই বিপদের মুখে যেন সবরকম সাহায্য করেন এই ভেবে। অন্যদিকে উত্তরাখন্ডের সরকারও সবরকম সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। অয়ন বেরার মৃত্যুতে সালকিয়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে স্থানীয় বাসিন্দাসহ অয়নের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বলে জানা যায় স্থানীয়সূত্রে। অয়ন বেরার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া সকল বন্ধুরাও সালকিয়া হাওড়া অঞ্চলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

কালিকাপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরের কালিকাপুর–২ পঞ্চায়েতের বেনিয়া বৌ এলাকায় ব্যাপক গন্ডগোল বাঁধে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। বিদায়ী বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় বলেন এটা কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয় এটা পাড়া প্রতিবেশির ব্যাপার। অন্যদিকে ঘটনার দিন সোনারপুর থানায় ভিড় জমিয়েছিলেন মুসলিম মহিলারা। চিৎকার চেঁচামেচি চলছিল। মঞ্জুলা বিবি নেহেবজা, শুমি মন্ডলদের অভিযোগ কালিকাপুরের বেনিয়া বৌ এলাকায় রাস্তার ধারে একটি সাইকেল ভ্যানে বেশ কিছু জলের ড্রাম রেখেছিল। আয়েব, সাকিল, মদো, রিন্টুরা ভ্যানটিকে সরিয়ে নিতে বলে রাস্তার ধার থেকে। এই নিয়ে চলে বচসা। এরপর শুরু হয়ে যায় লাঠি, ইঁট বৃষ্টি। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে একজনের। সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করে দুজনকে। একজন ফারুক আলি নস্কর অন্যজন কুদ্দুস মন্ডল। এছাড়া ইনজাম আলি হক, আনিজ মন্ডল, শাদিজুর রহমান, শরিফ মন্ডল, জামির হোসেন, হনিকে আটক করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বেনিয়া বৌ এলাকায় পাশাপাশি দুটো পাড়ায় গন্ডগোল বহুদিনের। মঞ্জুলা বিবিদের অভিযোগ ভ্যান নিয়ে গন্ডগোল একটা ছুতো। আসলে অঞ্চল–২ তৃণমূলের সভাপতি শ্যামল মন্ডলের সঙ্গে ববির দলের গন্ডগোল। এরা দুজনেই তৃণমূল কর্মী।

বাস উল্টে জখম ২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মাতলা ব্রিজ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এস ডি ২৩ রুটের একটি বাস উলটে গেলে জখম হয় ২৫ জন যাত্রী। বাসটি বারুইপুর–গদখালি রুটে যাত্রী নিয়ে গদখালি যাচ্ছিল। ওইদিন সকাল থেকে টানা বৃষ্টিতে পিছল রাস্তায় দু'ধারে কাদা হয়ে যায় বাসটি ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। ঘটনাস্থলে আসেন ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের পরেশরাম দাস, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার এবং ক্যানিং থানার পুলিশ। জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। এদের মধ্যে ৪ জন যাত্রী চিকিৎসাধীন এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাসের চালক পলাতক।

বজ্রপাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার বজ্রপাতে মৃত্যু হয় এক শান্তিলতা নস্কর (৪০ নামের এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার নন্দনপল্লী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে হঠাৎই এলাকায় ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে পুকুরের ধারে বিরাট শব্দ করে বাজ পড়ে। ঘটনাচক্রে ওই গৃহবধূ ওই সময় সেখানে মাছ ধরা দেখছিলেন। বজ্রপাতে তার দেহ পুরো ঝলসে যায় এবং ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

জল্পনার অবসান, বীরভূমের মসনদে 'তৃণমূল'

অভীক মিত্র

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বীরভূমের মসনদ দখল করল তৃণমূল। খোলসা করে বললে, বীরভূম জেলার ১১টা আসনের মধ্যে ৯টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বাকি হাঁসন আসনটি জিতেছে কংগ্রেস এবং নানুর জিতেছে সিপিএম। সিউড়ি, দুবরাজপুর, ময়ূরেশ্বর, মুরারই, নলহাটি, সাঁইথিয়ায় এবার নতুন মুখেই কিস্তিমাত তৃণমূলের। বোলপুর, লাভপুর ও রামপুরহাট আসনে জিতেছে পুরনো মুখেরাই। নানুর আসন হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূলের। হাঁসন কেন্দ্রে গুরুকে হারিয়ে কিস্তিমাত শিষ্য সমাজসেবী আইনজীবীর। দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, নানুর সংরক্ষিত আসন ছিল। তৃণমূলের উন্নয়নকে দেখেই মানুষ ভোট দিয়েছে। কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথী, যুবশ্রী, ২ টাকা কেজি দরে চাল তৃণমূলের জয়ের অন্যতম কারিগর। ভোটে জেতায় পোয়া বেড়েছে ঢাকিদের। ভোট গণনার আগের দিনই সিউড়িতে চলে এসেছিল ঢাকিরা। সেইরকমই কদর বেড়েছে গুড় বাতাসার। কলকাতার বাজারেও দাম বেড়েছে গুড় বাতাসার। দুবরাজপুর কেন্দ্রে নরেশচন্দ্র বাউরি ৩৯৮৯৪ ভোটের ব্যবধানে হারায় ফরওয়ার্ড ব্লকের বিজয় বাগদীকে। নরেশচন্দ্র বাউরি শিক্ষক এবং বোলপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। সিউড়ির বিজয়ী প্রার্থী অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসক, সাঁইথিয়ার বিজয়ী প্রার্থী নীলাবতী সাহা শিক্ষিকা, হাঁসনের বিজয়ী প্রার্থী মিলটন রশিদ সমাজসেবী আইনজীবী। সিউড়িতে জয়ের ব্যবধান ৩১৮০৮, বোলপুরে ৫০০২৭, লাভপুরে ৩০৩১৩, সাঁইথিয়ার ৩৮৬০৮, ময়ূরেশ্বরে ৩৮৭৭০, রামপুরহাটে ২১১৯৯, নলহাটি ১০৩২৮, মুরারেই মাত্র ২৮০, দুবরাজপুরে ৩৯৮৯৪ জয়ের ব্যবধান। উপরের নয় কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। হাঁসন কেন্দ্রে কংগ্রেসের মিলটন রশিদ ৯২৬১৯ ভোট পেয়েছে এবং জয়ের ব্যবধান ১৬১৫৪। নানুর কেন্দ্রে সিপিএমের শ্যামলী প্রধান ভোট পেয়েছে ১০৪৩৭৪ এবং জয়ের ব্যবধান ২৫৭৩০। হাঁসনে কংগ্রেস এবং নানুরে সিপিএম জিতেছে। নানুরে সিপিএমের জেতার পিছনে হাত রয়েছে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী শেখ কাজলের। চারবার জয়লাভ করে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। মিলটনের কাছে হেরে যায় চারবারের জয়ী অসিত মাল। ১৯৯৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত চারবার কংগ্রেসের টিকিটে জেতেন অসিত মাল। ২০১৩ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্য খাদি উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান হন। কিন্তু অসিতের দলবদল ভালো চোখে নেয় নি হাঁসনের মানুষজন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিস্তিমাত করে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি তথা আইনজীবী সমাজসেবী মিলটন রশিদ। ২০১১ সালে সিউড়ি কেন্দ্রে ১৯১১৭, বোলপুরে ১৬৬২৭, লাভপুরে ৩০০৬, রামপুরহাটে ১০২৩৮, মুরারই ৪৪০৩ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল তৃণমূল। রামপুরহাটে বিজেপি ১৭১৮৫, ময়ূরেশ্বরে বিজেপি ৩১০৩১ ভোট পেয়েছিল২০১১ বিধানসভানির্বাচনে। ২০১৬ সালে দুই হেভিওয়েট প্রার্থী দুধকুমার মন্ডল ও অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় কোনও আলোড়ন তুলতে পারেনি ভোটবাক্সে। ভোটের ফলাফলের পর কীর্ণাহারে দুই তৃণমূল কর্মীকে গুলি করার ঘটনায় গ্রেফতার এক। নানুরে আক্রান্ত সিপিএম নেতা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। রামপুরহাটের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালাল দুষ্কৃতীরা। সব মিলিয়ে বলতে গেলে ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ৯টি আসন জিতল তৃণমূল। একটি কংগ্রেস এবং একটি সিপিএম জিতল।

নোটা – 'নান অব দ্যা অ্যাবাভ'। বীরভূমে নোটা চতুর্থস্থান দখল করেছে। মোট নোটায় প্রাপ্ত ভোট ৩৫৮৯৪। বোলপুর, নানুর ও লাভপুরে নোটায় মোট প্রাপ্ত ভোট ১২৫৭৯।

বিধানসভা কেন্দ্র	২০১৪ লোকসভা ভিত্তিক ফলাফলে প্রাপ্ত 'নোটা' ভোট	২০১৬ বিধানসভা ভোটে প্রাপ্ত নোটা ভোট
দুবরাজপুর (সংরক্ষিত)	২৫৫৭ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	
সিউড়ি	২৪০৮ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	৪১৬৮
বোলপুর	২৮৭১ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	৪৭১২
নানুর (সংরক্ষিত)	২৫০৭ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	৪৩৪২
লাভপুর	২৪৮৫ (তিন নির্দল প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট ভোটের যোগফলের চেয়ে বেশি)	
সাঁইথিয়া (সংরক্ষিত)	২০৭০ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	
ময়ূরেশ্বর	২২৪০ (তিন নির্দল প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট ভোটের যোগফলের চেয়ে বেশি)	
রামপুরহাট	২৭৫৯ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	৪০৫২
হাঁসন	১৬২২ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	
নলহাটি	১৪৯৭ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	
মুরারই	১৬৩২ (নির্দল প্রার্থীদের থেকে বেশি)	১৬৮৯

সোনারপুরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ব্যাপক বোমা–গুলি, আহত তিন পুলিশ কর্মী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : ভোট গণনা শেষ হতেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে যায় সিপিএম–তৃণমূলের ও তৃণমূল বনাম তৃণমূল অর্থাৎ গোষ্ঠী সংঘর্ষ। সোনারপুরে খেয়াদা ২ নম্বর–এ এমনই এক গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় চলে গুলি–বোমার লড়াই। খবর পাওয়া মাত্র বারুইপুরের এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে। তখনও চলছে দু দলের মধ্যে লাগাতার বোমা বৃষ্টি। অভিযোগ সেদিন খেয়াদা ২ পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রবীর সরকার ও তৃণমূলের সঞ্জীব চক্রবর্তী ও সজল মন্ডলের গোষ্ঠীর লোকজনের সংঘর্ষে ৬টি বাড়ি ভাঙচুর ও বোমা মারা হয়। কারণ ১৬ নম্বর, ১৬, এ বুথ দুটিতে কেন পরাজিত হল তৃণমূল। উমা বাগ বলেন খেয়াদায় বেশ কিছু তোলাবাজ জোর করে জমি দালালির টাকা নিচ্ছে। ব্যাপকভাবে মাটি খাদানের ব্যবসা চলছে, জলা জমি ভরাট করছে, ভেরি ভরাট হচ্ছে। তাঁর দবি এরা হল সজল, হাজি, নিতাই, নিমাই, সৌমিত্র, সন্দীপ। উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন হিমাংশু মান্না নামে এক ভদ্রলোক খেয়াদার গোপালনগরে তার নিজস্ব দুবিঘা জমি বিক্রি করে। এইসব তোলাবাজরা দাবি করে ৫ লক্ষ টাকা। সেই নিয়ে বচসা বাঁধে তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে। প্রতিবাদ করতে যায় উমা বাগেরা। শুরু হয় গন্ডগোল । চলে বোমা ও গুলি। উমা বাগের অভিযোগ কিছু দূরে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কিছুই করেনি। কিন্তু গন্ডগোলের খবর পাওয়া মাত্র সোনারপুর থানার পুলিশ এসে গোলমাল থামায়। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়।

টর্চ লাইন জ্বালিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। দেখা যায় মাঠে বোমা পড়ে আছে। সেই বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গেলে তা ফেটে আহত হন সোনারপুর থানার তিন কর্মী। প্রথম জন এসআই তাপস হালদার, এএসআই প্রণব বিশ্বাস এবং কনস্টেবল মোক্তার আলি। সঙ্গে সঙ্গে সোনারপুর থানার আইসি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে নিয়ে যায় বাইপাসের ধারে শঙ্কর নেত্রালয়ে। সেখানে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই খেয়াদা ১, ২ নং সোনারপুর উত্তর বিধানসভার মধ্যে পড়ে।

এই বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম। এবারেও তিনি বিপুল ভোটে জিতেছেন। তাঁর স্বামী নজরুল আলি মণ্ডল রাজপুর–সোনারপুর পুরসভারের জল দপ্তরের দায়িত্বে। নিজেদের এলাকার ঘটনা ঘটলেও এরা নির্বিকার। কেউই কিছু জানেন না বলে জানালেন। এও জানালেন তারা নাকি ২৭ তারিখ নিয়ে ব্যস্ত।

অচেনা ফোনে আতঙ্কিত শম্পা দেবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিন পনেরো ধরে অজানা দুটি ফোন নম্বরের জ্বালায় অতিষ্ঠ বরানগরের শম্পা চক্রবর্তী। কে বা কারা ফোন করছেন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকবার অনেকরকম ভাবে আবেদন নিবেদন করেও ফোন আসা বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে জানান শম্পা দেবী। বর্তমানে বরানগরের নীলমণি সরকার স্ট্রিটের বাসিন্দা শম্পা চক্রবর্তী একটি ফটোগ্রাফি চর্চা নামে সংস্থার ম্যানেজারের দায়িত্বে রয়েছেন প্রায় সাত বছর ধরে। কোনও দিন এর আগে কখনও এইভাবে ফোন আসত না বলে জানান শম্পা দেবী। গতকাল ফটোগ্রাফি চর্চার সম্পাদকের একমাত্র ছেলের জন্মদিন পালন করবার তোড়জোড় চলছিল। ফলে সংস্থার সকল কর্মীসহ শম্পা দেবী এবং সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন সংস্থার টি এন চ্যাটার্জী স্ট্রিটের নতুন অফিসে।

প্রতিদিনের মতো এদিনেও বিকাল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত ফোন আসতে শুরু করে সেই অচেনা নম্বর থেকে। প্রথমটায় কোনও গুরুত্ব না দিলেও অচেনা নম্বর থেকে অনবরত ফোন আসতে থাকায় একসময় সংস্থার কর্ণধার অরূপ সাধু ফোন নিজের হাতে নিয়ে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ব্যক্তিকে পুনরায় ফোন না করবার আবেদন জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি বলে জানা যায়। পরবর্তী সময় প্রায় ১৫ মিনিট পরেই আবার পুনরায় অন্য অচেনা নম্বরে শম্পা দেবীকে ফোন করে জানায় শম্পা দেবী যেন ফোন বন্ধ না করেন। ফোন বন্ধ করলে ভাল হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন সেই আগন্তুক অপরিচিত ব্যক্তি। ফলে এখন শম্পা দেবী আতঙ্কিত সেই অচেনা ফোন নিয়ে। উল্লেখ্য অচেনা নম্বর থেকে এভাবে বারবার ফোন আসার ঘটনা নতুন নয়। কলকাতা এবং শহরতলির অনেককেই এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এর পিছনে দুষ্ট চক্র রয়েছে বলে অনুমান। এদের মূল লক্ষ্য মহিলাদের বিরক্ত করা। একধরনের বিকৃত মনস্ক মানুষ রয়েছে এর পিছনে।

গণবন্টন ব্যবস্থা

প্রথম পাতার পর

কার্ড দেখতে চাইলে বলে জামাইয়ের কাছে আছে। ওই গ্রামের মহিলাদের জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বলে আমরা ঠিক মাল পাই। চলে আসার সময় গাড়ি থামিয়ে দেবপ্রসাদ বেরা নামে এক যুবক বলল এটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। এই নির্বাচনে এই গ্রামে জোটের কাছে তৃণমূল তেমনভাবে পাত্তা পায়নি। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে সুকুমারবাবুর উপর আক্রমণ করেছে। উল্লেখ থাকে যে গত ২০ বছর সুকুমারবাবু নির্বাচিত গ্রাম সভার সদস্য ছিলেন (কংগ্রেস)।

গত ৯ মে তারিখে বিকালে সরকারি আধিকারিকদের তদন্ত টিম আসে গ্রামে। তারা ডিলারের কোনও দোষ খুঁজে পায় নি। ব্লকের ফুড ইন্সপেক্টর কৃশানুবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে এই সত্য জানতে পারি। রেশন ডিলার্সদের সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক শচীন ঘোষ একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। তিনি বলেন যে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে ফাঁসানো হল। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সব স্তরে দরখাস্ত জমা দিচ্ছি। এর প্রতিকার চাই। সঙ্গে সঙ্গে জি ডি করা হয়েছে। পুলিশ দেখছে ভাঙচুর হয়েছে অথচ আসামী ধরছে না। যে হেতু সরকারি প্রতিষ্ঠান তাই প্রশাসনের FIR করা উচিত। যদি অপরাধীদের শাস্তি না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। আমরা ডায়মন্ড হারবার মহকুমার কেউ রেশনের মাল তুলব না। আজ এর বিহিত না হলে অন্য গ্রামেও এই ঘটনা ঘটবে। ঠিক ২০০৭ সালে পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় এইভাবে রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে একটা প্যানিক সৃষ্টি করে একের পর এক দোকান ভাঙচুর হয়েছিল। আমরা তার ছায়া দেখছি এই কথা বলেন জেলার ট্রেজারার ও রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগেন ডাকুয়া। তিনি ঘটনাকে একধরনের মিডিয়া সন্ত্রাস বলে অভিহিত করেন। মিডিয়া প্রকৃত ঘটনা না জেনে শুধু গণবিক্ষোভে ইন্ধন জোগায়। সিআই মনোরঞ্জন মণ্ডল ও মহকুমা ফুড কনট্রোলার শাওয়ালী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুকুমার কপাটের (রেশন ডিলার্স) কোনও দোষ নেই। প্রশ্ন করি তাহলে দোষীর শাস্তির জন্য ডিলার্সদের যে দায়ী করেছে তার কি করছেন? শাওয়ালী দেবী বলেন যে আমি সুয়োমুটো কেস করতে পারি না। তদন্ত রিপোর্ট ডিসিতে পাঠিয়ে দিয়েছি যা নির্দেশ আসবে সেই মতো কাজ করব।

ডায়মন্ড হারবার এসডিও অফিসে জেলার খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মন্ডলের সঙ্গে দেখা হলে বলেন যে আরও খুঁটিনাটি না জেনে মন্তব্য করব না। এদিকে ডিলাররা কিন্তু ফুঁসছে। ওদিকে গ্রামবাসীও অপরাধীদের ধরার জন্য মাস পিটিশন দিয়েছে প্রশাসনে। প্রসাশনের পদক্ষেপের উপর নির্ভর করছে এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও গম বন্টন ব্যবস্থা চালু থাকবে কিনা?

নাম–পদবী পরিবর্তন

আমি ADIP SARKAR, পিতা : Ramendushekhar Sarkar **বর্তমান ঠিকানা : বৈদ্যবাটী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং–২বি, সেকেন্ড ফ্লোর, বিধান পল্লী, থানা– মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০ ১৫৭। আমার সার্ভিস রেকর্ডে অনবধান বশতঃ** ADIP KUMAR SARKAR **লিপিবদ্ধ আছে। গত ৬ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে** ADIP SARKAR **ও** ADIP KUMAR SARKAR **এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।**

স্বাস্থ্য–শিক্ষায় বাংলা আবার নজির গড়বে বাংলার নব রূপকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পরিকল্পনায়

সৌজন্যে

ডাঃ এম. রহমান

ডিরেক্টর

মেডিকেয়ার নার্সিং হোম

ডোঙারিয়া, দঃ ২৪ পরগনা

মা–মাটি–মানুষের ঐতিহাসিক জয়কে অভিনন্দন

বাংলার নব রূপকার মমতা ব্যানার্জীকে জানাই ধন্যবাদ

সৌজন্যে

প্রণব সাউ

সম্পাদক

নান্দাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

নান্দাভাঙা, কাঙ্গনবেড়িয়া, দঃ ২৪ পরগনা

নির্মল বাংলা গড়তে শপথ নিন

বাংলার উন্নয়নের কান্ডারী, বাংলার নব রূপকার মমতা ব্যানার্জীকে জানাই ধন্যবাদ

সৌজন্যে

আব্দুর রহিম খান

ডিরেক্টর

সোসাল মেডিকেল নার্সিং হোম

ডোঙারিয়া, পাত্রপাড়া, দঃ ২৪ পরগনা

কার্যকারী সভাপতি

দঃ ২৪ পরগনা জেলা

তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল

বাংলার নব রূপকার মমতা ব্যানার্জীকে জানাই ধন্যবাদ

সৌজন্যে

কৃষ্ণ মন্ডল

সম্পাদক

ডোঙাড়িয়া তরুন সংঘ

নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা

Alipur Barta : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. No. 31, 28 May - 3 June, 2016

প্রশাসনিক অগ্নিপরীক্ষা মমতার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে এবারের এই ষোড়শ বিধানসভা নির্বাচন সূচনা লগ্ন থেকে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হয়ে রইল। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে, তখন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের দ্বিতীয় পর্বের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সাঙ্গ হয়ে যাবে। এ কারণে বলা ভাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শুক্রবার ২৭ মে রেড রোড তার ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে থাকল। নির্বাচনী জয়–পরাজয় নিয়ে শুধু 'আলিপুর বার্তা'ই নয়, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেই বহু বিশ্লেষণ হয়ে গিয়েছে এবং হচ্ছে। এই প্রতিবেদন একটু ব্যতিক্রমী। একথা অনস্বীকার্য যে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবারে এই দ্বিতীয় ইনিংসের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ ছিল তাঁর 'ইমেজে'র অগ্নি পরীক্ষা। সেই অগ্নিপরীক্ষায় তিনি যথার্থই সফল। এবার শুরু হল তাঁর প্রশাসনিক অগ্নিপরীক্ষার যাত্রাপথ, বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞমহল। শপথের পরে পুলিশ প্রশাসনের 'গার্ড অফ অনার' নিয়ে তাঁর নবান্নে প্রবেশ দ্বিতীয় পর্বের জন্যে। যা রাখে বিরল নজির। তথ্যাভিজ্ঞমহল আশা করেন, এবারের নির্বাচন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন সমীকরণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারে তৃণমূলের এই আশাতীত সাফল্যের এক এবং অদ্বিতীয় কারিগরের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর সামনে সমস্ত কুৎসা, অপপ্রচার সহ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ফিকে পড়ে গিয়েছে। তাই আর তাঁর পিছন ফেরার দরকার নেই। প্রয়োজন নেই তাঁকে জেতানোর জন্যে কোনও গুন্ডা, মস্তান, সিন্ডিকেটরাজ, পেটোয়া পুলিশ কিম্বা রিগিং, ছাপ্পা ইত্যাদির। একমাত্র জনতা জনার্দনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এগিয়ে চলুন দৃপ্ত পদক্ষেপে। কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর দৌলতে এবার একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, একমাত্র সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কেউ তাঁকে এই নির্বাচনে জেতাতে সাহায্য করতে পারেনি।

তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় তাঁর পক্ষে 'শাপে বর' হয়েছে। বিরোধী জোট সহ এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল, তাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশন মুখ্য ভূমিকায় না থাকলে বিরোধীরা হয়তো তাঁকে আদালতের কাঠগড়ায় তুলে ছাড়তেন, এমনই অভিমত বিশ্লেষক মহলের।

তবে রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী যে হানাহানি ও হিংসার আগুন জ্বলছে, তাতে সেই চিরাচরিত প্রবাদবাক্যকেই স্মরণ করায়। তা হল, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু–খাগড়ার প্রাণ যায়।' এ বিষয়টাকে এবার কঠোর হাতে দমন করার সময় এসেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। কারণ এই হিংসার ফলশ্রুতির শিকার হবেন না কোনও বিরোধী ও শাসকদলের নেতা–নেত্রী বা মন্ত্রী কেউই। এই হিংসা ও হানাহানির বলির পাঁঠা হবে শুধুমাত্র এইসব উলুখাগড়ার দল। এর পাশাপাশি অহেতুক দান–খয়রাতিতে এবার লাগাম টানার দরকার। দ্বিতীয়ত, যে কোনও মূল্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ইতিমধ্যেই প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার সিভিক পুলিশের ভাগ্যের সুতো অনৈতিক থাকার কারণে ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ জারি করেছেন মহামান্য উচ্চ আদালত। এটাও ভাবার বিষয়। তৃতীয়ত, শিক্ষার ক্ষেত্রে ও শিক্ষাঙ্গনে যতটা সম্ভব রাজনৈতিক হিংসার অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। চতুর্থত দলের মধ্যেকার দুর্নীতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে ও তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পঞ্চমত, রাজ্যে সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার বিষয়টাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এবং এই কাজে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে যথোচিত ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বিদ্যুৎ, আইন, পরিবহন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে দেখভালের দায়িত্বযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতে হবে। এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ।

আজকের ফুল

বিভূতিভূষণের পুটুস

জয়িতা কুন্ডু

(গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বুনো ফুল। পথ চলতি মানুষ তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও বেশির ভাগেরই নাম অজানা। এমনই কিছু বুনো ফুলের পরিচয় থাকবে এই কলমে।)

মেঠো পথে হেঁটে যাবার সময় প্রায়শই এক উজ্জ্বল বুনো ফুল পথচারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুল্মজাতীয় গাছে থোকা থোকা হয়ে ফুটে থাকা ফুলটির নাম লান্টানা। যার বিজ্ঞান সম্মত নাম Lantana Camara এই গাছের পাতা ঘন সবুজ পুরু ও খসখসে। কষ্টসহিষ্ণু এই গাছ খরা–তাপ সহ্য করে বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে। লান্টানা ফুল দেখতে অত্যন্ত সুন্দর হলেও বুনো গন্ধযুক্ত। তবে রূপের গুণে এই ফুলের গাছ অনেক সময়ই জায়গা করে নেয় গৃহস্থের ফুল বাগিচায়। একই ফুলের থোকায় একাধিক রঙের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপী, রাণী ইত্যাদি রঙের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে লান্টানা ফুল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই ফুলকে 'পুটুস ফুল' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রজাপতি পুটুসের মধুতে খুবই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই গাছ গবাদি পশুর খাদ্যের পক্ষে বিষাক্ত। তবে চুলের পোকা উকুন নাশ করতে লান্টানাজাত উপাদান ব্যবহৃত হয়। সারা বছরই এই ফুল ফোটে তবে বর্ষায় অনেক বেশি পরিমাণে ফুটতে দেখা যায়। সময়ের সাথে সাথে এ ফুলের রঙ বদলায়। তবে এ ফুলের জন্মস্থান সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায়। সাহিত্যিকের শৈল্পিক দৃষ্টিতে এই ফুল আলাদা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অন্যদের থেকে নিজেকে আড়াল করে স্বকীয় ভঙ্গিমা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে এই ভিনদেশি পুষ্পটি। (চলবে)

এক নজরে টিম মমতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়–স্বরাষ্ট্র, ভূমি সংস্কার, ক্ষুদ্র শিল্প, পার্বত্য পরিষদ, স্বাস্থ্য, তথ্য–সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু উন্নয়ন

অমিত মিত্র–অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য
ব্রাত্য বসু–তথ্য–প্রযুক্তি
পার্থ চট্টোপাধ্যায়–শিক্ষা
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়–বিদ্যুৎ
ফিরহাদ হাকিম–পুর ও নগরোন্নয়ন
অবনী জোয়ারদার–কারা
অরূপ বিশ্বাস–ক্রীড়া
জাভেদ খান–অসামরিক ও বিপর্যয় মোকাবিলা
শুভেন্দু অধিকারী–পরিবহণ
গৌতম দেব–পর্যটন
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক–খাদ্য
শোভন চট্টোপাধ্যায়–দমকল ও আবাসন, পরিবেশ
বিনয় বর্মন–বন
সাধন পাণ্ডে–ক্রেতা সুরক্ষা
সুব্রত মুখোপাধ্যায়–পঞ্চায়েত
চন্দ্রনাথ সিংহ–মৎস্য
মলয় ঘটক–আইন ও শ্রম
রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়–সেচ
তপন দাশগুপ্ত–কৃষি বিপণন
জেমস কুজুর–আদিবাসী উন্নয়ন
অসীমা পাত্র–কারিগরি শিক্ষা
আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা–খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যান
অরূপ রায় – সমবায়
পূর্ণেন্দু বসু–কৃষি
শান্তিরাম মাহাতো–পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ–উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন
চূড়ামণি মাহাতো–সংখ্যালঘু উন্নয়ন
সৌমেন মহাপাত্র–জলসম্পদ উন্নয়ন
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়–জৈব, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা
ইন্দ্রনীল সেন–তথ্য–সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
লক্ষ্মীরতন শুক্ল–ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
শশী পাঁজা–স্বাস্থ্য ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী
সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী–গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার প্রতিমন্ত্রী
জাকির হোসেন–শ্রম প্রতিমন্ত্রী
স্বপন দেবনাথ–পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী
মন্টুরাম পাখিরা–সুন্দরবন উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী
শ্যামল সাঁতরা–পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী
গুলাম রব্বানি–পর্যটন প্রতিমন্ত্রী
বাচ্চু হাঁসদা–উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী
গিয়াসউদ্দিন মোল্লা–সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী
সন্ধ্যারানি টুডু–অনগ্রসর জাতি উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় –স্পিকার
হায়দর আজিজ সফি–ডেপুটি স্পিকার

দায়িত্বে ফের মমতা

প্রথম পাতার পর

সেইসঙ্গে নির্বাচনের মুখে 'নারদ' স্টিং অপারেশনের ছবি মা–মাটি–মানুষের সাড়ে চার বছরের উন্নয়নকে চ্যালেঞ্জে ফেলে দিয়েছিল। তাই মমতাকে নির্বাচনী সভায় বলতে হয় মনে রাখবেন ২৯৪টি আসনে আমিই প্রার্থী। আমাকে দেখেই ভোট দিন। বাংলার মানুষ তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। প্রমাণিত হয়েছে এই মুহূর্তে রাজ্যের জননেত্রী তিনিই। তাঁর ধারে কাছে আর কেউ নেই। জয় হয়েছে মমতার। জয় হয়েছে উন্নয়নের। মমতার এই ঐতিহাসিক জয়ের কারণ কি? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন গত সাড়ে ৪ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য উন্নয়নের জাল বিস্তার করেছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্পে ছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক ৫০০ টাকা এবং ১৮ বছর হলে এককালীন ২৫,০০০ টাকা যা গ্রাম বাংলায় বিশেষ সাড়া ফেলেছে। খাদ্যসাথী প্রকল্পে ২ টাকা কেজি চাল, গম। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বিনা মূল্যে সবুজসাথী প্রকল্পে সাইকেল প্রদান।

অতিবর্ষায় ক্ষতিপূরণ বাবদ কৃষকদের অর্থ প্রদান। ক্লাবগুলোকে বছরে ২ লক্ষ টাকা অনুদান। ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক পুলিশ পদ সৃষ্টি করা। সরকারি হাসপাতালের হালহকিকৎ পাল্টে দেওয়া। ন্যায্য মূল্যের ওষুধ দোকান। সর্বত্র রাস্তাঘাটের সংস্কার। লোডশেডিং শব্দটার বিলোপ ঘটানোর মতো নানা জনহিতকর কাজে বাংলার আপামর মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দুর্নীতি, কুৎসা, অপপ্রচার তাঁর বিজয় রথকে থামাতে পারেনি। দ্বিতীয় ইনিংসেও মমতার একমাত্র টার্গেট বাংলার উন্নয়ন আরও উন্নয়ন করা।

সেদিন রেড রোডে...

১। মমতার লক্ষ্মীলাভ
২। শপথ মঞ্চে জাতীয় নেতারা
৩। রেড রোডের র‍্যাম্পার্টে ভক্তদের ভিড়
৪। দেদার বিকোচ্ছেন মমতা
৫। শপথ উৎসবে সামিল ট্রামও
৬। অবশেষে ওয়াচ টাওয়ারে
৭। দারুণ গরমে অসুস্থ হলেন অনেকেই

ছবি: অরুণ লোধ

শীতলা পুজো প্রায় ২০০ বছরের পুরনো

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এই বছরেও শুরু হয়েছে হাওড়ার লিলুয়ার খালপারের আনন্দনগরের শীতলা পুজো। প্রতি বছরে দুবার অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস এবং বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের মঙ্গলবার এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজোটির সূচনা কাল কবে সেই বিষয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের বিভিন্ন মত থাকলেও গ্রামের স্থানীয় পুরনো বাসিন্দা ধনঞ্জয় নস্কর, নিমাই নস্কর, বেচু বাগানি বলেন পুজোটি প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি সময় কাল ধরে হয়ে আসছে বলে কেবল মাত্রা তারা নন, তাদের বাবা এমনকি ঠাকুরদাদারাও দেখেছেন পুজোটি হয়ে আসতে। শীতলা পুজোকে কেন্দ্র করে পাঁচদিন ধরে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান সাজান হয়ে থাকে। যেমন থাকে কীর্তন, নাটক, যাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তরজাগান সহ বিভিন্ন সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পুজোলর দিন বসে মেলা, যার ভিড় উপচে পরে পুজোপ্রাঙ্গণ সহ জেলাপ্রাঙ্গণের এলাকা। গরম গরম জিলিপি, বাদাম ভাজার মনোরম স্বাদ নিতে ভিড় করেন গ্রামের হাজার হাজার বাসিন্দারা। পুজোর দিন শীতলা মা কে ঠান্ডা রাখতে গ্রামে পালন করা হয় শীতল পান্তা খাওয়ার প্রচলন। এই দিন কোনও রকম আগুন জ্বালান হয় না গ্রামের কোনও বাড়িতে। এখানকার মা খুব জাগ্রত বলে জানালেন গ্রামের বিভিন্ন বাসিন্দারা। যখনই কেউ বিপদে পড়েছেন মাকে স্মরণ করলে মা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে উদ্ধার করেছেন বিপদের আঁচ থেকে মনোবাঞ্ছা পূরণ করে। মন্দিরের কাছেই ক্লাব আনন্দনগর শীতলা সংঘ–এর সদস্যরা বিভিন্ন রকমের সাহায্য করে আসছেন পুজোকে কেন্দ্র করলে জানালেন গ্রামের বাসিন্দারাই।

ভদ্রেশ্বরে জগন্নাথ অর্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ওড়িশা নয়, খোদ হুগলির ভদ্রেশ্বরে জগন্নাথদেবের মন্দির। নীল জলরাশি নয়, উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ নয়, সোনালি বালুতটও নয়, একেবারে পিচ ঢালা রাস্তা ধরে যেতে হবে মন্দির প্রাঙ্গণে। ভদ্রেশ্বর স্টেশন থেকে মাত্র ৫ মিনিট পশ্চিমদিকে এই মন্দির। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রায় সাত লাখ টাকা দিয়ে তৈরি করেছেন মন্দিরটি। মন্দিরটির উদ্যোগী স্বর্গীয় ভবানী ঘোষ হলেও স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং ভক্তগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে শ্রী জগন্নাথ মন্দির। এই বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়েছে মন্দিরের। শ্রীরামপুর মাহেশের শ্রী জগন্নাথদেবের প্রধান সেবাইত সৌমেন অধিকারী মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এখানে নিমকাঠের তৈরি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ। মন্দিরের সম্পাদক সুনীল কারক বলেন, এখানে প্রতিদিন ৪ বার নিত্যপুজোর ব্যবস্থা রয়েছে। সকালে বাল্যভোগ, দুপুরে অন্নভোগ, সন্ধ্যায় ভোগে থাকছে ফল ও মিষ্টি।

রাত ৮ টা নাগাদ রাতের ভোগ থাকবে । প্রসাদ নেওয়ার ক্ষেত্রে টাকা–পয়সার কোনও ব্যাপার নেই। ইচ্ছে হলে বা মন চাইলে যা সামর্থ তাই প্রণামী বাক্সে দেওয়া যায়। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন উদয়–অস্ত ভজন ও নামসংকীর্তণ হয়। ভক্ত আর ভগবানের লীলা খেলা। এই মন্দিরে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিন দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করবেন। স্নান যাত্রার পর জগন্নাথদেবের জ্বর আসে। জ্বর সারানোর জন্য 'দশমুলা' নামক পাঁচন দেওয়া হয়। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন প্রায় ৫ হাজার লোক ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ওইদিন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মন্দির কমিটির সদস্যরা ছিলেন। নির্মল সরকার, সভাপতি নীলমণি সাঁধুখা, গণেশ কর্মকার, সদানন্দ কর্মকার, তপন ঘোষ প্রমুখরা। এবারের রথে এই প্রভু জগন্নাথ দেব রথে উঠবেন। আশা করা যায় রথের দিন রাস্তায় প্রচুর মানুষের ভিড় হবে।

মাঙ্গলিকী

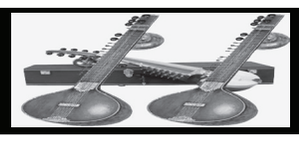

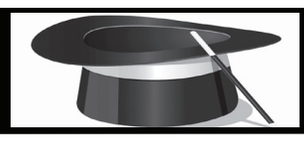

সালকিয়া সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : টালিগঞ্জ নিবাসী শিক্ষা জগতের মানুষ বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে সদা বিচরণরত রয়েছেন লিটল ম্যাগাজিন জগতের সুপরিচিত ব্যক্তি দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি সালকিয়া নিবাসী বরিষ্ঠ সাহিত্যিক (যিনি বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতনই সদা বিচরণরত!) গণেশ গুহর আবাসন গৃহে এক সাহিত্য বাসরে দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের নব নব চিন্তা ভাবনার নিদর্শন রাখলেন তাঁর বিবিধ স্বরচিত সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে। পড়লেন 'আত্মমনন' বই থেকে তাঁর একটি মননশীল কবিতা। কবিতাটি রচনার পিছনের চিন্তা ভাবনার কথাও বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করলেন। দুলালবাবু টলিউডের সাথেও যুক্ত। তাঁর কাহিনী নিয়ে আগে তথ্যসমৃদ্ধ শর্ট ফিল্ম তৈরি হয়েছে, সুধীজনের প্রশংসাও অর্জন করেছে। তিনি এদিন যে কবিতাটি পড়লেন, সেটিকে কেন্দ্রে রেখেই একটি সমৃদ্ধ শর্ট ফিল্ম তৈরি হচ্ছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিচালক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোয় ফিল্মটি তৈরির কাজ এখন বন্ধ আছে। (কি অদ্ভুত এক সমাপাতন ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি স্থানীয় জাদু জগতেও : বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট দ্বিতীয় একটি জাদুর খেলা তৈরি করছিলেন 'ফানটাইম ম্যাজিক'; খেলাটির ইংরাজী 'লিটারেচার'-এর সম্পাদনার কাজ চলছিল, মূল ইংরাজী লেখাটি ছিল অরুণবাবুরই। দুর্ভাগ্যবশত 'ফানটাইম ম্যাজিক' কোম্পানির স্টাফ আকস্মিক পরলোক গমন করায় খেলাটি এখনও জাদু জগতের আলো দেখতে পায়নি)। এছাড়া দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর কালজয়ী ইংরাজী কবিতা 'স্বামিজী, দি বেকন অব লাইট', আরও শুনিয়েছেন, 'নেতাজি, আওয়ার বিলাভেড লিডার'।

শ্রীগণেশ গুহ সেক্সপিয়রকে নিয়ে এক সমৃদ্ধ তাৎক্ষণিক ভাষণ দেন। সেক্সপিয়র খুব সামান্য অবস্থা থেকেই তাঁর কলমের জোরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে সমাজের নানান ঘটনার কথা শুনে, সে সব ঘটনাকে নাটকে রূপ দেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনাবলী তৎকালীন ইংল্যান্ডের সাহিত্য জগতের 'কেষ্টবিষ্টু'-দের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে। সেক্সপিয়র সেই সব সমালোচনা আত্মস্থ করেই নিজের রচনায় অবিচল থাকেন। এই ভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন ইংরাজী সাহিত্যে এক কালজয়ী নাট্যকার। বস্তুত ওই দিন আসরে তাঁর আলোচনার প্রাসঙ্গিক ভাবেই শ্রীগুহ উল্লেখ করলেন তাঁর লেখা (শ্রীগুহর 'সিগনেচার পিস' লেখা বলেই এই প্রতিবেদক মনে করেন) অনবদ্য ছোট গল্প, 'কবরখানার ঘটনা'। শ্রী গুহ আরও বললেন সাহিত্যিকরা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙিনায় ঘোরাফেরা করেন—এই ধরনের সাহিত্য সংস্কৃতির আড্ডা এই সব আলোচনার মাধ্যমেই সুনিশ্চিতভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি আরও বললেন, ১৯৫৪-তে শুরু হওয়া তাঁর সাহিত্যিক জীবনের নানান কথা; যেমন কর্মসূত্রে প্রয়াত সাহিত্যিক শরৎকুমার মুখার্জির সান্নিধ্যে আসার কথা। সেক্সপিয়রকে নিয়ে আলোচনায় শ্রীগুহ আরও একটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বললেন। সেক্সপিয়র তরুণ বয়সে যেখানে নাটক হত, সেখানে আগত অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ঘোড়ার দেখাশুনা করতেন নাট্য মন্ডপের পাশেই তৈরি আস্তাবলে। মাঝে মাঝে মন্ডপের পর্দা ফাঁক করে নাটকের কিছু দৃশ্য দেখতেন— এই হল তাঁর ইংরাজী সাহিত্যে কালজয়ী নাট্যকার হয়ে ওঠার গোড়ার কথা...

নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে হয় এদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন আশীষ মুখার্জী, যিনি নাট্যকর্মী, কবি ও জাদুকরও বটে। তিনি পড়লেন (শ্রুতি নাটক হিসাবে) তাঁর লেখা নাটক, 'আত্মঘাতি গ্যাস চেম্বার')এর অংশ বিশেষ। আশীষ পরে মুদ্রা, কারেন্সী নোট, দড়ি প্রভৃতি নিয়ে আকর্ষণীয় স্ট্যান্ড আপ জাদুও দেখালেন। এদিন আসরে প্রথম আসেন জাদুকর সোনালি কর্মকার। দেখালেন রোপ ও নাট–এর আকর্ষণীয় বৈঠকী জাদু। শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'হে সখা মম হৃদয়ে রহ'— সোনালিকে বিশেষ স্বাগত জানালেন শ্রদ্ধেয় গণেশ গুহ-অন্নপূর্ণা গুহ। শ্রদ্ধেয় দম্পতি সোনালি যেন আবারও আসেন আসরে তাঁর 'ক্ষুদে'কে নিয়ে... আবারও লিখতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল— শ্রী গুহ এদিন আরও শোনান তাঁর ইংরাজি কবিতা 'ড্রিমস'।

নূতন সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা, 'শতভিষা'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বিজ্ঞান জগতের মানুষ, শিক্ষক চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের এদিন উজ্জল উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় এই প্রতিবেদনে। শ্রী মুখোপাধ্যায় এদিন রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন (গতবছর রামমোহন রায়ের আত্মীয় বর্গ তাঁকে নিয়ে একটি বিশেষ সভা করেন, গত বছরই ছিল কলকাতায় রাজার আগমনের ২০০ বছর পূর্তি বছর। শতভিষার প্রথম সংখ্যায় রাজা রামমোহনকে নিয়ে বিবিধ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এদিন শ্রী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলের হাতে পত্রিকাটির কপি তুলে দিলেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় আরও জানালেন পত্রিকার পরের সংখ্যাটি হবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে স্মরণ করে বিশেষ সংখ্যা। সংখ্যাটি প্রকাশ অনুষ্ঠানে থাকবে ছড়া নিয়ে কর্মশালা। থাকবে ক্ষুদে জাদুকর ব্রতর ম্যাজিকও।

চিরন্তন তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর একটি ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করে শোনালেন— এই প্রতিবেদক দায়িত্ব নিয়েই বলছেন, চিরন্তনের ভ্রমণ কাহিনী সব সময়ই হয় সাহিত্য সমৃদ্ধ তথ্যপূর্ণ কাহিনী। যা তাঁকে অন্যান্য 'ভ্রমণ কাহিনী লেখকদের মধ্যে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়।

আসরের সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন 'জাদু' সরিয়ে রেখে পড়লেন আলিপুর বার্তা শারদীয় সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত কবি রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা, 'সন্ধিক্ষণ'; পড়লেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়রের কবিতা। জাদুকর সোনালি আরও দেখালেন — 'সিক্স কার্ডস রিপিট' জাদুতে জাদুতে 'জাদুময়' হয়ে উঠল সাহিত্য সংস্কৃতির আসর। শোনালেন আরও রবীন্দ্র সঙ্গীত। আসরের জননী অন্নপূর্ণা দেবি সকলকে স্নেহ সমৃদ্ধ আপ্যায়ণে আপন কর নিলেন, শ্রোতা হিসাবে আসরকে করলেন রিদ্ধ...

আসর আবার কবে বসবে?

আকাশ ৮য়ে এ–মাসের গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যেক মাস জুড়ে এক একটি নতুন গল্পের টেলিচিত্ররূপ দিয়ে থাকে আকাশ ৮ চ্যানেলটি সন্ধ্যা ৭টার স্লটে। সেই গল্প উঠে আসে অবশ্যই সাহিত্যের পাতা থেকে। তেমনভাবে বর্তমানে শ্যুটিং চলছে 'ইচ্ছাপূরণ' এই টেলিসিরিয়ালটির ভবানীপুরের ঘোষ বাড়িতে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈশ্বানর। তিনি চান না তার বংশের কেউ প্রেম করে বিয়ে করুক। কিন্তু তিনি জানতে পারেন তার একমাত্র কন্যাই নাকি প্রেমে পড়েছে। পশুপতি, অঘোর, পতঞ্জলি প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করেন সে কি ভাবে এই প্রেমকে রোখা যায়। গোয়েন্দাও লাগান। ফলশ্রুতি কি হল, তা জানতে হলে দেখতে হবে এই একমাসের গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'। কাহিনীকার প্রফুল্ল রায়। পরিচালনা করেছেন শিবাংশু ভট্টাচার্য। শিবাংশু ইতিপূর্বে এই চ্যানেলে পরিচালনা করেছেন অশ্লীলতার দায়ে, শ্রীমান পৃথ্বিরাজ, মেঘে ঢাকা তারা, ভ্রান্তিবিলাস। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন দুলাল লাহিড়ি, ফাল্গুনী সান্যাল, ড. শঙ্কর ঘোষ, সঞ্জীব সরকার, অমর চক্রবর্তী, অরিন্দম বাগচি, ঋতজা, অর্ণব, অরিত্র, ঐশী, সুশিতা, রিয়া দত্ত প্রমুখ শিল্পীরা। তত্ত্বাবধায়ক প্রযোজক হলে সুশীল মজুমদার। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে শুভেন্দু মন্ডল। সম্পাদনার দায়িত্বে সুরজিৎ। নিবেদক অশোক সুরানা। এ ধারাবাহিকের বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে বারুইপুরের রাজবাড়িতে। সন্ধ্যা ৭টার স্লটে এক মাসের গল্প যা দেখানো হয়, তা পরের দিন দুপুর ১১টায় পুনঃপ্রদর্শিত হয়। এইভাবেই চলে পর্দায় বই পড়া। 'ইচ্ছাপূরণ' দর্শকদের কতটা ইচ্ছাপূরণ করতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

চুঁচুড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী

রিম্পি ঘোষ ঃ সম্প্রতি চুঁচুড়ার 'সৃষ্টি'নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে চুঁচুড়া রথতলা বাবুগঞ্জে সাড়ম্বরে পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী। অনুষ্ঠানে একক নৃত্য পরিবেশন করেন 'সৃষ্টি'নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষা মৈত্রেয়ী দে সিনহা। শিশু শিল্পীদের নৃত্য সমগ্র অনুষ্ঠানে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে। রবীন্দ্রনৃত্যের বিভিন্ন পর্যায় যেমন– 'অভিসার', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি পর্যায়ে সংস্থার শিল্পীবৃন্দের নৃত্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছিল। সদ্য সমাপ্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানাধিকারী দেবদত্তা পাল ও সায়ন্তী মুখার্জীকে সম্বর্ধনা জানানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। এর পাশাপাশি ঐ সংস্থারই আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রায় ৩৫ জন প্রতিযোগীকে শংসাপত্র সহ পুরস্কৃত করা হয়।

তিরিশে পা তারুণ্য পত্রিকার

কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর সংগঠন পশ্চিম পুটিয়ারী (কলকাতা -৪১) তরুণ দলের ত্রৈমাসিক পত্রিকা তারুণ্য বৈশাখ ১৪২৩ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে তিরিশ বর্ষে পদার্পণ করল। গত ৭ই মে ২০১৬ (২৪শে বৈশাখ) বৈশাখ ১৪২৩ সংখ্যা প্রকাশ উপলক্ষে তরুণ দলের ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাহিত্য সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল। তারুণ্যর ৩০ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি (১১৭ তম সংখ্যা) প্রকাশ করলেন তরুণ দলের সম্পাদক শ্রী তাপস দত্ত ও তরুণ দলের অন্যতম প্রথম সারির সংগঠক শ্রী ধীমান চ্যাটার্জী। এদিনের সান্ধ্য সাহিত্য সভার

সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন (ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ও জনসমুদ্র পত্রিকার সম্পাদক) এবং সায়াহ্নে পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বিনয় দত্ত।

তরুণ দলের উদ্যোগে প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম শনিবারে সাহিত্য পাঠের আসর বসে এবং এযাবত ১৪৫ টি মাসিক সভা নিয়মিত আয়োজিত হয়ে এসেছে। এদিনের সভা-টি ছিল ১৪৬ তম। এই মাসের সভা আরও একটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারুণ্য পত্রিকা তাদের ৩০ বর্ষ-শুরুর প্রাক্কালে কিছু বিশিষ্ট সাহিত্যিক-কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করার উদ্যোগ নিয়েছিল। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মনেনীত করা হয়েছিল এই বিশিষ্ট জনেদের। শ্রী সতীরঞ্জন আদক (বর্ধমান জেলা), শ্রীমতী ঝুনু ভৌমিক (হাওড়া জেলা), শ্রী রামপ্রসাদ সরকার (লবণ হ্রদ এলাকা, কলকাতা), শ্রী ফণীভূষণ হালদার, শ্রী অনন্ত ভট্টাচার্য ও আব্দুল হান্নান (তিনজনই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা)। তারুণ্যের সঙ্গে এঁদের প্রত্যেকের অন্তরের যোগাযোগ রয়েছে। এদিনের সভাপতি ডঃ বর্ধন উপস্থিত পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দিলেন, বিশেষ ফলক ও উপহার-স্বরূপ গ্রন্থ। তরুণ দলের পক্ষ থেকে বিশেষ মানপত্র দেওয়া হল শ্রী তাপস শুভ্র পাল। তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদনার দায়ীত্ব দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন উনি। বর্তমানে তারুণ্যের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা।

এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে আনন্দম পত্রিকার বৈশাখ ১৪২৩ সংখ্যাটির শুভ উদ্বোধন হল। ষান্মাসিক এই সাহিত্য পত্রটির ১১ বর্ষ চলছে। সম্মাননা-প্রদান ও পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের পরে চলল, স্বরচিত কবিতা ও গদ্য রচনা পাঠ। আলিপুর বার্তার প্রবীণ সাংবাদিক তথা যাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর দত্ত, প্রবীর নন্দী, হারাধন ভট্টাচার্য, নীহাররঞ্জন মজুমদার, সুনীল গুহ, প্রদীপ গুপ্ত, শেফালী সরকার, আরতি গে, অণিমা বিশ্বাস, বিধান সাহা, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, দেবনাথ পোড়ে, শাশ্বতী সরকার, অদৃশ্য নাথ, জ্যানেন্দ্র নাথ রায়, দেবপ্রিয় দে, পাপিয়া দে, জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ পঞ্চাশেরও অধিক লেখক ও কবি অংশ নিয়েছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন দেবযানী সমাদ্দার। এছাড়াও গান গেয়েছেন শ্যামল বিশ্বাস, বন্দনা দত্ত, রীতা বসু, অদিতি রায় ও মিনু প্রধান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিরলস সঞ্চালনায় ছিলেন সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল।

আগন্তুক–এর মাতৃ প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ মে মাতৃদিবসকে উপলক্ষ করে ২৪ মে ২০১৬ বিড়লা অ্যাকাদেমি আর্ট ও কালচার অডিটোরিয়মে 'আগন্তুক' আয়োজন করে 'অ্যাঞ্জেল মাদার'র্স নেস্ট' নামে একটি অনুষ্ঠান। এদিন তারা বিভিন্ন বৃদ্ধাবাসের বৃদ্ধাদের নিয়ে একটি গল্পের ছলে তাদের মা হয়ে ওঠার কাহিনী ব্যক্ত করেন। যা তাদের চোখে জল এনে দেয় কারণ কারোর ছেলে চাকরির সুবাদে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন এবং মায়ের ঠাঁই হয়েছে বৃদ্ধাবাসে।

আবার কেউ কেউ চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এদিন তারা নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন আবার কারোর গানের গলা মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। এছাড়াও 'আগন্তুক' সম্মান জানিয়েছেন বিভিন্ন বিশেষ শিশুর মায়েদের যারা লড়াই করে তাদের সন্তানদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এছাড়াও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্য অর্জন করা মহিলাদের। তার মধ্যে রয়েছেন ড. মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। রয়েছেন শ্রীমতি ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, শ্রীমতি মধুমিতা সাহা, উচাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি স্বর্ণালী পাল, ধ্রুপদ শিল্পী এছাড়াও আরও অনেকে।

জীবন থেকে নেওয়া কৌতুক

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনৈক বরিষ্ঠ ব্যক্তি দোকানে দাঁড়িয়ে শার্টের বুক পকেট থেকে কিছু কারেন্সি নোট বার করতে গিয়ে পকেটে রাখা বেশ কিছু খুচরো পয়সা মাটিতে ফেললেন। পাশে দাঁড়ানো আর এক বরিষ্ঠ ব্যক্তি মাটি থেকে পয়সাগুলো তুলে প্রথম ব্যক্তির হাতে দিলেন। এবার প্রথম ব্যক্তি পয়সাগুলো পকেটে রেখে কারেন্সি নোট বার করতে গিয়ে নোটগুলো মাটিতে ফেললেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি নোটগুলো মাটি থেকে তুলে প্রথম ব্যক্তির হাতে ফেরৎ দিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে কার মুখ দেখেছিলেন?'' প্রথম ব্যক্তি কাঁচুমাচু ভাবে উত্তর দিলেন, 'আর বলবেন না— ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আরশিতে নিজের মুখ দেখেছিলাম।'...

সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের মতো এবারেও হয়ে গেল বরানগরের সুস্থ মহিলা এবং অনাথ শিশুদের উন্নতির জন্য ''এ শুধু গানের দিন'' বলে একটি সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন। অনুষ্ঠানটির আয়োজনের জন্যে ছিলেন সাথি যে উইমেন ফোরাম সংস্থা। এ বছরে এই সংস্থার আয়োজনে অনুষ্ঠানটি আট বছরে পড়েছে বলে জানান সংস্থার সম্পাদিকা ছবি চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্ঠানে মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্কর, সুভাষ নাহা, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শিবাঙ্গী দাস। বরানগরের রবীন্দ্রভবনে ১৪ মে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলেছে এই সঙ্গীতের আয়োজন। অনুষ্ঠান থেকে অর্জিত মূল্য সমাজের গরিব অনাথ শিশু সহ দুঃস্থ মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে বলে জানান সংস্থার সভানেত্রী গীতা বসু। তবে সংস্থার ব্যানারে উইমেন ফোরাম-এর পরিবর্তে ভুল করে উওমেন কথাটি লেখায় এলাকায় হাস্যকর পরিবেশ তৈরি হয় যারা ব্যানারটি দেখেছেন তাদের মধ্যে। যা দাঁড়িয়ে থেকে ঠারে ঠারে বোঝা গেল।

খাবার অযোগ্য মাছ চেম্বারচাষে কাঁকড়ার খাদ্য

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

২০১৫ সাল। ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি। ঝড়খালির পিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাঁধের দিকে (ঝড়খালির শেষ প্রান্তে) যাচ্ছি। মোড়ের মাথায় নিখিল চন্দ্র বৈদ্যর মাছ-কাঁকড়ার আড়ত। স্থানীয় ব্যবসায়ী। বয়স ৫০-৫২ বছর। সুপুরুষ। সদালাপী। আমি যেদিন ঝড়খালিতে আসি, তার পরের দিন সকালে তাঁর আড়তে বসেই স্থানীয় মৌলেদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। আলোচনা শেষ হতে নিখিলবাবু আমাকে বললেন, দরকার হলে আবার আসবেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।

রাস্তার কাছেই আমার বাড়ি। আমার মোবাইল নম্বরটা রেখে দিন। তাঁর কথাগুলো আমার ভালোই লেগেছিল। ক'জনই বা এরকম বলে! তাঁর কথাতে আস্থা রেখে দু'তিন দিন পরে আমি তাঁর আড়তের দিকে যাচ্ছিলাম। কাঁকড়া-ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু খোঁজ খবর নেব বলে। মোড়টায় পৌঁছতে তখনও অনেকটা বাকি। আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম কয়েকজন মহিলা পিচের রাস্তার ধারে বসে কিছু একটা করছেন। কী করছেন পরিষ্কার দেখতে পারছি না। তখন একটু দ্রুত হেঁটে তাঁদের কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, ছ'জন মধ্যবয়সী মহিলা, কালো ত্রিপলের ওপর বসে ছ'টা বঁটি নিয়ে মাছ কাটছেন। মহিলারা সারি দিয়ে বসেছেন। সামনে স্তূপাকৃতি মাছ। আনুমানিক তিন কুইন্টালের বেশি। সবই নোনা মাছ। নদীর অথবা সমুদ্রের। কাছেই মাছ নিয়ে একটা সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। মাছটা এখনও নামানো হয়নি। আরও দু'টো খালি ভ্যান মাছ নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে। দু'জন ভ্যান চালক কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গল্প করছে। দু'জনেই কম বয়সি। ৩০-৩৫ বছর হবে। আমি একজনকে জিগ্যেস করলাম, তোমরা এ মাছগুলো কোথা থেকে আনছো?

ডায়মন্ড হারবার থেকে। নগেন্দ্রবাজারে মাছের বড়ো আড়ত আছে, সেখান থেকে।

হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজার হল দখিনের মাছের 'বড়ো বাজার'। প্রায় একশ'র কাছাকাছি মাছের আড়ত আছে, যেখান থেকে নিয়মিত নিলামে মাছ বিক্রি হয়। এ মাছগুলো তো মানুষে খেতে পারবে না। এর দাম কত? আমি জানতে চাইলাম।

এ মাছ তো খাওয়ার অযোগ্য, ফেলে দিতে হত। এখন কাঁকড়ার খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়। আমরা নগেন্দ্রবাজার থেকে কিনি ১৪-১৫ টাকা কিলো। চেম্বারচাষিরা কিনে নেয় ২৪-২৫ টাকায়। এ মাছ খাওয়ার যোগ্য হলে, বাজার থেকে কিনতে হত ৭০ থেকে ৮০ টাকা কিলো। এগুলো হল ছোটো ছোটো ভোলা, কোতিলা, সীতাপাটি ইত্যাদি।

এই ভ্যানওয়ালারা জানাল, এখানকার স্থানীয় কিছু ছেলে, বিভিন্ন জায়গার মাছের আড়ত থেকে মানুষের খাওয়ার অযোগ্য মাছ কিনে এনে, চেম্বারচাষিদের সাপ্লাই করছে। এতে ছেলেগুলোর যেমন কিছু রোজগার হচ্ছে, চেম্বারচাষিদেরও উপকার হচ্ছে। এখন বলি চেম্বারচাষটা কী। রপ্তানি অযোগ্য কাঁকড়াকে ছাঁট কাঁকড়া বলে। এই ছাঁট কাঁকড়া হল ডিমবিহীন মেয়ে কাঁকড়া ও নরম অপুষ্ট পুরুষ কাঁকড়া। সুন্দরবনের নানা জায়গায় ছাঁট কাঁকড়াকে আড়ত থেকে কম দামে কিনে অগভীর জলাশয়ে (চেম্বারে) ১৫ থেকে ২০ দিন রেখে তাদের রপ্তানিযোগ্য করে তোলা হয়। অর্থাৎ ওই সময়ের মধ্যে ডিমবিহীন মেয়ে কাঁকড়া ডিমযুক্ত হয়ে ওঠে, আর নরম অপুষ্ট কাঁকড়া পুষ্ট হয়। এভাবে কাঁকড়া চাষকে চেম্বারচাষ বলে। ইংরাজিতে এই চাষকে ক্রাব ফ্যাটেনিং বলে।

যে-মহিলারা মাছ কাটছিলেন সকলেই স্থানীয়। তাঁরা হলেন ঃ

১. সুচিত্রা মিসি (৪০), ২. বিল্লবাসী সুতার (৫১), ৩. কাজল বিশ্বাস (৩২), ৪. রিনা মল্লিক (৪৮), ৫. পূপ বায়েন (৪৯), ৬. করুণা মল্লিক (৪৮)।

লক্ষ করলাম তাঁরা ঝড়ের বেগে মাছ কেটে চলেছেন। মাছগুলো কাটা হচ্ছে খুব ছোটো ছোটো করে। ডালের বড়ির সাইজে। যিনি যে-পরিমাণ মাছ কাটছেন সেটা নিজের কাছে জড়ো করে রাখছেন। কারণ, মজুরি দেওয়া হয় কাটা মাছের পরিমাণের ওপর। কিলোতে দু'টাকা করে। এক একজন গড়ে ৭০ থেকে ৮০ টাকা আয় করেন। মহিলারা জানালেন এক ঘন্টায় ১০ কিলোর বেশি কাটা যায় না। আশি টাকা আয় করতে লাগে আট ঘন্টা। যাঁরা বড়ো বড়ো চাষি তাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বাঁধাধরা মজুর থাকে। শুধুমাত্র ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮০ থেকে ৮৫ টা চেম্বার আছে। জানালেন ঝড়খালির শিবুপদ দাস (৪২)। ঝড়খালিতে তাঁর নিজের আটটা চেম্বার আছে। ২৪.১২.২০১৫ তারিখে শিবুপদ বাবুর একটা চেম্বার (ঝড়খালির মোড়ে) থেকে কাঁকড়া ধরা হচ্ছিল। সেদিন সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। কুড়িজন এইকাজে যুক্ত ছিলেন। শিবুপদ বাবু জানালেন কাজ শেষ করতে চার ঘন্টা লেগেছিল। মাথা পিছু ২০০টাকা করে মজুরি দিতে হয়েছে। চেম্বারটা ছিল এক বিঘে। শিবুবাবু বললেন এই চেম্বারে তিনি সাধারণত ৭ থেকে ৮ কুইন্টাল কাঁকড়া ছাড়েন। আর প্রতি কুইন্টালে ৮ কেজি করে কাঁকড়ার খাবার দেন। চেম্বারচাষে কাঁকড়ার খাদ্য হিসেবে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় আরও অনেক কিছু ব্যবহার করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি থানার চাঁদপালা গ্রামের অমর মাহাতো আমাকে জানিয়েছিলেন তিনি মাঝে মাঝে কাঁকড়ার খাবার হিসেবে শামুক, ঝিনুক, গুগলি ইত্যাদির মাংস দিতেন। চেম্বারে ৫০ কিলো কাঁকড়া পিছু খাবার দিতেন ৪ কিলো। সে সময় (২০০৯) এই মাংস পাওয়া যেত ১৮ থেকে ২০ টাকা কিলো। খোলক সহ কিনলে ৭ - ৮ টাকা কিলো। ২০১১ তে ধামাখালির (সন্দেশখালি থানা) অলি আম্মাদ মোল্লা (৪৩) বলেন তিনি তাঁর চেম্বারে কাঁকড়ার খাদ্য হিসেবে ছোটো ছোটো টাটকা মাছ ব্যবহার করেন, যেমন, চাঁদা, পুঁটি, তেলাপিয়া, ফেসা, ভোলা ইত্যাদি।

কুলতলি থানার নগেনাবাদ ও বিনোদপুর গ্রামের মহিলা কাঁকড়াশিকারিরা থোপায় কাঁকড়ার টোপ হিসেবে কুনোব্যাঙ ও কোলাব্যাঙের মাংস ব্যবহার করতেন। তাঁরা বলেন টাটকা ব্যাঙের মাংস কাঁকড়াদের বেশি আকৃষ্ট করে। কিন্তু এখন ব্যাঙ পাওয়া যাচ্ছে না। আইলার নোনা জল ব্যাঙের বংশকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

সুন্দরবনের ডায়েরি

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা — ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০

চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় আরসিবি

বিরাটাকার কোহলিপনা

কমল নস্কর

এর আগে এই খেলার পাতাতেই একটা প্রতিবেদন বেরিয়েছিল যার শীর্ষক ছিল, ভালো দল গড়লেই ভালো খেলা যায় না। ভুরি ভুরি উদাহরণ তুলে ধরে দেখানো হয়েছিল সারা বিশ্বের নজির যেখানে সেরাদের নিয়ে দল তৈরি করেও ব্যর্থতার আঁধারে নিমজ্জিত হতে হয়েছে অনেক প্রথিতযশা ক্লাবকে। ক্রিকেট, ফুটবল সহ নানা খেলার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কিন্তু একজন অতিমানবের সাইক্লোনে আমাদের ঢোক গিলতে হল। স্বীকার করে নিতে হচ্ছে দলে একজন মহামানব তারকা থাকলে আচ্ছা আচ্ছা রেজাল্ট পালটে যেতে বাধ্য। বলাবাহুল্য সাফল্য যেন তার পায়ে এসে পোষা কুকুরছানার মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর সাফল্যকে যিনি ভৃত্য বানিয়েছেন তিনি আর কেউ নন, এই মুহূর্তে ক্রিকেট বিশ্বের সেরা তারকা বিরাট কোহলি। রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবার যে দল গড়েছে তাকে সর্বকালের সেরা আখ্যাও দিচ্ছেন অনেকে।

সেই দল খেতাব জিতবে এটাই স্বাভাবিক ধরে নিয়েছিল অনেকেই। অথচ প্রথমদিকে আরসিবি যেভাবে খেলছিল তাতে মনেই হচ্ছিল না বিরাটের দল সেমিফাইনালে যেতে পারে। কোহলি নিজে শুধু নন, ক্রিস গেইল, ডিভিলিয়ার্সরা সেভাবে খাপ খুলতে পারছিল না। ফলে, প্রথম দিকে বেশ কয়েকটা ম্যাচে ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছে বিরাট বাহিনী। এই জায়গাটাই পাল্টে গেল গত কয়েকটি ম্যাচ থেকে। বলা যায় এবারের আইপিএল তার সিকোয়েন্সে পৌঁছে যাওয়ার পর চ্যাম্পিয়নের খিদেটা চাগাড় দিল কোহলির মধ্যে। ফলস্বরূপ এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত ৯১৯ রান করে টপ স্কোরার শুধু নন, সেরার সেরা হয়ে উঠেছেন বিরাট। তার ঔজ্জ্বল্যে ঢেকে গিয়েছে গেইল কিংবা ডিভিলিয়ার্সরা। বেশ কিছুদিন ধরেই বিরাট বিক্রম চলছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জুড়ে। এমনভাবে নিজের কেরিয়ারের সেরা ফর্মটা তৈরি করছেন তিনি যাতে মনে হচ্ছে আগামী দিনে শচীন তেন্ডুলকরের যাবতীয় রেকর্ডও ভেঙে দিতে চলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়ার ইতিহাসে চোখ বুলোলে দেখা যাবে সেখানে কোনও মহাতারকার অবসরের পর আরও একজন উঠে এসেছেন রকেটের গতিতে। এবং আগের জনের কৃতিত্বকে অনেকটাই খাটো করে দিয়েছে সেই পরবর্তী তারকা। সুনীল মনোহর গাভাসকারের অবসরের পর যখন সবাই ভেবেছিলেন এমন মাপের তারকা আগামী দিনে কি আর পাওয়া যাবে তখন ক্রিকেট আকাশে উদয় ঘটেছিল শচীন সূর্যের । আর এবার শচীনের পর সেই জায়গাটা নিতে চলেছেন বিরাট। বস্তুত কোহলির ব্যাটিং বিক্রম সেই ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিচ্ছে। এই কোহলিকেই তার বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অনেক সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সমর্থকদের তো বটেই মিডিয়াও অনেক সময় তুলোধনা করেছে বিরাটকে। ভাবখানা এমন ছিল যে অভিনেত্রী বান্ধবীর জন্য ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে পারছেন না তিনি। সেই বিরাটই এখন নয়নের মণি মিডিয়ার। অর্থাৎ সাফল্য যাবতীয় ব্যর্থতার কালিমাকে ধুয়ে দিয়ে গেল। এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে মমতা সম্পর্কে বলতে গেলে সবাই যেরকম রে রে করে তেড়ে আসবেন তেমনই ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটকে খাটো করার চেষ্টা হলে প্রায় মার খেয়েই বসবেন। যে অসম্ভব ফর্ম এই মুহূর্তে তার ব্যাটে বিরাজ করছে তা অতুলনীয়। এই অমানবিক ব্যাটিং-য়ের সামনে ধুলো হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর যে কোনও দেশের বোলিং। এটাই বিরাটের মাহাত্ম্য। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যে ঐতিহ্য ছিল তাকে একেবারে শীর্ষে তুলে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তার পূর্বসুরীরা অফেন্সের থেকেও ডিফেন্সিভ মনোভাবের জন্য বেশি খ্যাত। যদিও শচীন আক্রমণেও কম ছিলেন না। কিন্তু বিরাটের মতো বোলিং আক্রমণকে শাসন করার রেকর্ড আগে কোনও ভারতীয়র আছে বলে মনে পড়ছে না। এটাই বোধহয় তার কোহলিয়ানা। পাশে অন্য দুই তারকা গেইল এবং ডিভিলিয়ার্স তুলনায় অনেকটাই ম্লান। এই আক্রমণাত্মক ফর্মের তুখোড় বিরাটকে এখনই সর্বস্তরের ফর্ম্যাটে ভারত অধিনায়ক করা উচিত, এই অভিমত পোষণ করেছেন অন্যতম সফল অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। যদিও তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেননি গাভাসকাররা।

তবে সৌরভের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তা যদি ভারতীয় শিবির রূপায়িত করে তবে মঙ্গল হবে দেশের ক্রিকেটেরই। বিরাট কোহলি তার দলের ওপর এতটাই প্রভাব ফেলেছেন যে তিনি একটা ম্যাচ অসফল হলেও দলকে ফাইনালে তুলে দিয়েছেন আরও এক মেগাস্টার ডেভিলিয়ার্স। কম রানে ছয় উইকেট পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও একা ডিভিলিয়ার্স দলকে ফাইনালে তুললেন। আসলে এটা কোহলি ম্যাজিকের ফল। যার জেরে একজন ব্যর্থ হলেও টেনে দিচ্ছেন আরেকজন। একজন ফ্লপ করলে দানবীয় ব্যাটিং করছেন অপরজন। এখন দেখার প্রায় হারিয়ে যেতে যেতে যারা ফাইনালে পৌঁছালো তারা এবার জিততে পারে কিনা। তবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে আরসিবি।

বিদায় কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদায় কেকেআর। দুবারের চ্যাম্পিয়নরা এলিমিনিটেড হতে ব্যর্থ হল হায়দ্রাবাদ সানরাইজার্সের কাছে। ফলে এবারের মতো আইপিএল পর্বে যবনিকা ঘটল কলকাতার। তবে খেলা পাগল কলকাতার আইপিএল-এর রসদ এখনও শেষ হয়ে যানি। বিরাট কোহলিতে এখন ভালো মতো মজেছে সিটি অফ জয়। তাই গম্ভীর, উথাপ্পাদের ভুলে আপাতত তিলোত্তমা ব্যস্ত থাকবে আরসিবিকে নিয়ে। কলকাতার অলি গলিতে ঘুরলেই এই চিত্র সামনে আসছে। কলকাতাকে হারিয়ে হায়দ্রাবাদ সানরাইজার্স মুখোমুখি এবারের আইপিএলে অভিষেক হওয়া দল গুজরাট লায়ন্সের। এদের মধ্যের ম্যাচ আদতে সেমিফাইনাল। সেই লড়াই যারা জিতবে তাদের মোকাবিলা করতে হবে এই মুহূর্তে তুখোড় ফর্মে থাকা বিরাট কোহলির দলের। যে দলে আবার ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলরাও জ্বলে উঠতে পারেন যখন তখন। এদিকে এবারের মতো বিদায় ঘটলেও কলকাতার পারফরমেন্স খুব যে খারাপ তা বলা যাবে না। বিশেষ করে গৌতম গম্ভীর, রবীন উথাপ্পারা যে ব্যাটিং এবার উপহার দিয়েছে তা কোনও অংশে কম নয়। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে চায়নাম্যান বোলার কুলদীপ যাদবের কথা। বস্তুত বাঁহাতি লেগ স্পিনার ক্রিকেট বিশ্বে বিরল। এই ধরণের রহস্যময় বোলারকে সামলানোর দাওয়াই অনেকেই ভেবে পারছিলেন না। এই দিকগুলো অবশ্যই কেকেআর-এর সাফল্য। তবে যেভাবে গত ম্যাচে হারানোর পরেও এলিমিনিশেন ম্যাচে যুবরাজদের কাছে হারতে হল তা লজ্জার। বিশেষ করে শেষের দিকে মুখ্য বোলারদের মার খেয়ে যাওয়া এবং ১৬০ রান তুলতে ব্যাটসম্যানদের আটকে যাওয়া সবেতেই অনভিজ্ঞতার ছাপ। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের জন্য তৈরি হতে হবে কেকেআরকে। এ বছর না হোক, আইপিএল তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। ফলে তৃতীয়বার জেতার জন্য এখন থেকেই সংকল্প করতে হবে গম্ভীর বাহিনীকে। তবে গিয়েই তো হাসি ফুটবে কলকাতার।

ফেড কাপ বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগান ঐতিহ্যবাহী ফেড কাপ চ্যাম্পিয়ন হল। গুয়াহাটি ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামে বাগান সমর্থকরা কলকাতা থেকে ওখানে উপস্থিত হয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। এমন কি কল্যাণীর তান্ত্রিক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় খুদে শিশু সমর্থক ও অজয় পাসোয়ানরা হাজির ছিলেন। এদিন ৫-০ গোলে পাহাড়ী দল আইজল এফসিকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় বাগান। বহু বছর বাদে কোচ সঞ্জয় সেন এর হাত ধরে ট্রফি বাগানে প্রবেশ করল। গত বছর গঙ্গা পারের শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে চেতলার কোচ সঞ্জয় আই লিগ দিয়েছিল। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে পুরো দলটাকে ধরে রাখা দরকার। এতে দলের কম্বিনেশন ভাল থাকবে। মোহনবাগান গতবছর থেকেই আলাদা একটা টেম্পারমেন্ট পেয়ে গিয়েছে, যা তাকে অন্য দলগুলির থেকে আলাদা করে তুলেছে। ভাবুন তো প্রায় প্রতিটি ম্যাচে বলে বলে ৪ থেকে ৫ গোলের ব্যবধানে জয় পাচ্ছে বাগান। এটা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব।

এই স্পিরিটটা ধারাবাহিক করে তুলতে হবে। নচেৎ এই সাফল্য মাঠে মারা যাবে। মোহনবাগামের জয়ের নেপথ্যে শক্তিশালী দলীয় কম্বিনেশন এটা সকলেই মানেন। তার সঙ্গে সঞ্জয় সেনের টিম ম্যানেজমেন্ট একে আলাদা আকার দিয়েছে। তাও বাগানের ব্যর্থতা হিসাবে সবার যেটা চোখে পড়ছে তা হল ডার্বি ম্যাচ এলেই কেমন যেন হারের মুখ দেখছে সবুজ মেরুন। সহজ ম্যাচ জিতলেও বাগানের গাঁট হয়ে বারবার অবতীর্ণ হচ্ছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের কাছে বারবার হারতে হচ্ছে মোহন ব্রিগেডকে। তা সে কলকাতা লিগ ম্যাচ হোক আর আই লিগের চরম মোকাবিলা। অ

বিগত মরসুমে এক ঘটনাই ঘটেছে। যাতে দেকা গিয়েছে প্রথমে কলকাতা লিগের ম্যাচে শক্তিশালী বাগান ৪ গোল খেয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। সেই ম্যাচে আবার ডু ডং তার সেরা ফর্ম মেলে ধরেছিলেন। পরে আই লিগের খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলাতো সেই ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার মানতে হয় তাদের। যার ফলে শীর্ষে থাকা আর সম্ভব হয়নি বাগানের। এই ধরণের প্রতিকূলতা মোহন ব্রিগেডকে অনতিবিলম্বে কাটাতে হবে। এদিকে ফেড কাপ জেতার রেশ মিটতে না মিটতে এফসি কাপে টাম্পাইন রোভার্সের কাছে ১-২ গোলে হেরে বিদায় ঘটেছে সবুজ-মেরুনের।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- কে প্রথম পৃথিবীর পরিধি গণনা করেন?
- সাজাহানের সবচেয়ে বড় সন্তান কে ছিলেন? তার মায়ের নাম কি?
- লেডি বার্ড পাখি নয় এটি কি?
- কোন ভারতীয় উপসাগরকে অতীতে পূর্ব সাগর বলা হত?
- কে প্রথম চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দৌড়েছিল?

গত সংখ্যার উত্তর

- ভিক্টোরিয়া।
- চালুক্য।
- নীল তিমি।
- এবিবি বিকিলা (ইথিওপিয়া, রোম ১৯৬০)।
- হায়দ্রাবাদ।

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ২৮-৩ তারিখের মধ্যে

যোগাযোগ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ফোনে কার সঙ্গে যেন বেশ হেসে হেসে কথা বলছে বীণা। সুগতর ঘুম ভেঙেছে দেখে, বীণা ওকে কাছে ডাকল। পা দু'টো কেন যেন ঠিক মতো নাড়াতে পারছিল না সুগত। একটু কষ্ট করে কাছাকাছি যেতেই বীণার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল, এতদিন কোথায় ছিলে দীপালি? তোমাকে আর মানালীকে তো সুগত বহুদিন ধরে খুঁজছে।

ফোনের ওপারের কথাগুলো শুনে বীণা বলল, কী বললে? সম্প্রতি এখানে এসেছ? . . . কেন? ফোন নম্বর তো একই আছে . . . যাই হোক তোমার নম্বরটা আগে বল . . . আরে নম্বরটা তো দেখতে পাচ্ছি না, তুমি তো ল্যান্ডলাইনে ফোন করেছ। . . . ঠিক আছে বল।

লিখে নেবার জন্য সুগতকে ইশারা করে বীণা বলতে থাকে, ডবল নাইন ওয়ান টু ফোর . . . কী বললে? . . . তারপর ডবল এইট ওয়ান টু ফোর? . . . ঠিক আছে।

সুগতর ইচ্ছা ছিল দীপালির সঙ্গে ও একটু কথা বলবে। কিন্তু, বীণা ফোনটা কেটে দিল। আরে ফোনটা রেখে দিলে কেন, বলতে গিয়ে কেমন জড়িয়ে গেল কথাটা আর ঠিক তখনই অ্যালার্মটা বেজে উঠল, সুগতর ঘুমটাও গেল ভেঙে।

সংবিৎ ফিরতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। উঠে বসতেই সুগতর চোখে পড়ল রজনীগন্ধার মালায় সুসজ্জিত বীণার ছবিটা। আজ বহুদিন হল ও দীপালিদের খুঁজছে। ওরা হঠাৎ করে কী ভাবে যে হারিয়ে গেল, সেটা ভাবতে গেলে সুগত এখনও বিস্মিত হয়। মাস তিন বোধ হয় ফোন করা হয়নি। তারপর ফোন করতে গিয়ে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ফোন খারাপ ভেবে, নিজে সশরীরে খোঁজ করতে গিয়ে দেখল বাড়িতে তালা।

আচ্ছা ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়! সুগত ভাবল ওই নম্বরে একবার ফোন করে দেখবে নাকি? কী যেন নম্বরটা? ডবল নাইন ওয়ান টু ফোর আর ডবল এইট ওয়ান টু ফোর। ডায়াল করে শুনতে পেল ওই নম্বরের নাকি কোনও অস্তিত্ব নেই। এবার প্রথমে একটা জিরো বসিয়ে আবার ডায়াল করে অপেক্ষা করতে শুরু করল। হ্যাঁ, এবার রিং হচ্ছে। সুগতর বুক ঢিপঢিপ করছে। ওপার থেকে নারী কণ্ঠে, কে বলছেন? আমি সুগত সেন বলছি। আচ্ছা, দীপালি বা মানালীকে কি পাওয়া যাবে?

-ও তুমি মামু বলছ? আমি মানালী। কোথায় পেলে আমার নম্বরটা?

-সে অনেক কথা। তার আগে বল, তোরা কেমন আছিস?

-ও তুমি তো জাননা, মা নেই, মা উপরে চলে গেছেন। মামু, তোমরা কেমন আছ? আণ্টি কেমন আছেন?

উত্তর দেবার আগেই লাইনটা কেটে গেল। সুগত ভাবতে থাকে, এও কি সম্ভব? মানালীদের খোঁজ পায় নি। অথচ আজ কি অদ্ভুত ভাবে যোগাযোগটা হয়ে গেল! সুগতর ফোনটা এবার বেজে উঠল, সুগত লক্ষ্য করল ফোনের পর্দায় ভেসে উঠেছে ওই নম্বরটাই!

অস্মিতা নস্কর, চতুর্থ শ্রেণি, চেতলা আসর

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com